খবরের ঘন্টা
নববর্ষ
এবারের আকর্ষণ
স্কুল কলেজে পালিত হোক নববর্ষ
বিশ্বায়নে বাংলা বর্ষ
নববর্ষের রসগোল্লা
হালখাতা বাংলার ঐতিহ্য

HAPPY BENGALI NEW YEAR

CERTIFIED BY :
ISO 9001 : 2015

STi
SARKAR TILES INDUSTRY

SARKAR
Tiles Industry

Mfg. of Decorative Cement Base
Interior & Exterior Wall Tiles
Interlocking Pavers, Mosaic Tiles
Chequred Tiles & Mosaic Material etc.

sarkartiles.siliguri@gmail.com
www.sarkartilesindustry.com

Interlocking Tiles & Pavers (P.P.)
Thickness - 25 mm to 30 mm

Scorpio
100Sqft = 80 pcs
Weight = 5.210 kg

Global
100Sqft = 225 pcs
Weight = 2.700 kg

12x12
Labradore
100Sqft = 100 pcs
Weight = 4.550 kg

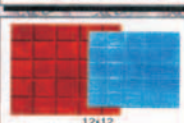

12x12
25 Guti
100Sqft = 100 pcs
Weight = 4.980 kg

16 Guti Round
100Sqft = 110 pcs
Weight = 3.800 kg

12x12
Barfi
100Sqft = 67 pcs
Weight = 9.690 kg

12x12/ 24x12
Stair Case
Weight = 5.500/
9.000 kg

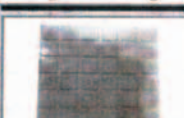

36 Guti
Weight = 5 kg

Elimation Tiles

8x4
Brick
100Sqft = 450 pcs

9x3
Bamboo
100Sqft = 450 pcs

Interlocking Tiles & Pavers (P.P.)
Thickness-25 to 60 mm

Choukon
100Sqft = 225 pcs
40 mm = 2.000 kg
60 mm = 2.600 kg

Brick Design
100Sqft = 100 pcs
25 mm = 4.800 kg

Indora (Capsul Ivory)
100Sqft = 100 pcs
8 mm = 1.700 kg

Indora (Delta Gray)
100Sqft = 100 pcs
8 mm = 1.700 kg

Indora (Terakota)
100Sqft = 100 pcs
8 mm = 1.700 kg

Indora (Polka Gray)
100Sqft = 100 pcs
8 mm = 1.700 kg

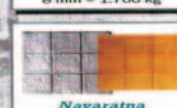

Navaratna
100 Sqft = 86 pcs
13x13 Inch =6.600 kg

Cable Cover
300 mm x 180 mm
450 mm x 180 mm

Navaratna
100 Sqft = 86 pcs
13x13 Inch =6.600 kg

Rock Design
100 Sqft = 225 pcs
40 mm =3.700 kg
60 mm = 4.850 kg

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES.

"Your word is a lamp to my feet And a light to my path. *Psalm 119 : 105*

BACHELOR IN Theology

ADDMISSION IS GOING ON

BETHEL, KAZIMAN PRADHAN ROAD, METHIBARI
DARJEELING 734002

+91 353 2474517 / +91 96143 02436

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine
Vol. IV Issue-9

1st April-30th April 2021 **Bengali New Year**

চতুর্থ বর্ষ-সংখ্যা-৯ বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

৩১শে চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৪ই এপ্রিল, ২০২১, বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (সমাজসেবিকা)
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)

দাম ঃ ২০ টাকা

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ
সহ সম্পাদিকা ঃ শিল্পী পালিত
অলঙ্করনে ঃ সঞ্জয় কুমার শাহ
প্রচ্ছদ ভাবনা ও কম্পোজ ঃ বাপি ঘোষ

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh. Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri. Editor Bapi Ghosh.

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)
website : www.khabarerghanta.in

সতর্কীকরন ঃ এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোর দায় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার। বিজ্ঞাপনের বিষয় যাচাই করে নেবেন পাঠকরা। এরজন্য খবরের ঘন্টা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়ী নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

নববর্ষে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েদের কথা আলোচিত হোক.....সজল কুমার গুহ.....০৩
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৪
বৈশাখী উৎসব.....গণেশ বিশ্বাস.....০৭
নতুন বছরে আরো উন্নয়ন চাই.....মদন ভট্টাচার্য.....০৭
স্কুল কলেজে পালিত হোক নববর্ষ...ডঃ গৌরমোহন রায়.....০৮
হতাশা কমাতে ম্যাজিক-মিষ্টি.....রাহুল গুহঠাকুরতা.....১২
বিশ্বায়নে বাংলা বর্ষ.....বাবলী রায় দেব.....১৩
ঘুরে এলাম কবি গুরুর স্মৃতি ধন্য শান্তিনিকেতন...শিল্পী পালিত..১৯
পর্যটকদের মাস্ক দিচ্ছি.....বাপন মন্ডল.....২২
বাঙালী জাগো.....ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার.....২২
নবরুপে নববর্ষ.....সুমিত্রা পোদ্দার.....২৩
নব আনন্দে জাগো.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী.....২৩
নববর্ষের ভাবনায়.....মৃনাল পাল.....২৫
শিল্প বাণিজ্যের চিন্তা বৃদ্ধি পাক.....উৎপল সরকার.....২৫
সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা.....সঞ্জীব শিকদার.....২৮
নববর্ষের শপথ.....আশীষ ঘোষ.....২৯
নববর্ষের পুজো.....সঞ্জয় চক্রবর্তী.....২৯
বৈশাখ হে, মৌনি তাপস.....কবিতা বণিক.....৩০
হে নতুন দেখা দিক.....বিপ্লব সরকার.....৩০
নববর্ষে হালখাতা, ঐতিহ্য বজায় থাকুক...বিপ্লব রায়মুহুরী.....৩১
এবার মিষ্টির মিষ্টতাও কম হবে.....শিবেশ ভৌমিক.....৩২
নববর্ষের রসগোল্লা.....প্রদীপ সরকার.....৩২
নববর্ষের হালখাতা বাংলার ঐতিহ্য....নির্মল কুমার পাল.....৩৩
সবাই ভালো থাকুন.....নির্মলেন্দু দাস (কবি চন্দ্রচূড়).....৩৪
শুভ হোক ১৪২৮.....বাপি ঘোষ.....৩৪
নববর্ষের প্রদীপ জ্বলুক ঘরে ঘরে.....শ্যামল সরকার.....৩৫
আমার বাঁশিই হবে নির্ণায়ক শক্তি.....হাবুল ঘোষ.....৩৫
গরমে তরমুজ চাই.....চয়ন গুহ.....৩৬
হালখাতা ও নববর্ষ.....সনৎ ভৌমিক.....৩৬

ঃ কবিতা ঃ

মৃত্যু ছোঁবল.....সুশ্বেতা বোস.....১৮
আনমোনা.....রিয়া মুখার্জী.....১৮
বৈশাখী.....সাগরিকা কর্মকার.....২২

ঃ প্রতিবেদন ঃ

নতুন বছরে জল সংরক্ষণের শপথ.....২৬
পয়লা বৈশাখে সাজুন নতুনত্বের সঙ্গে.....২৭

সম্পাদকীয়

নতুনের আহ্বানে

সময়টা এখন কারোরই ভালো যাচ্ছে না। গতবছর পয়লা বৈশাখের সময় লকডাউন ছিল। ফলে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান সেভাবে হয়নি গতবছর। এবছর লকডাউন হয়নি। কিন্তু করোনার চোখরাঙানি রয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউ ভয় তুলছে। তারমধ্যেই ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতায় পয়লা বৈশাখ পালনের উদ্দীপনা রয়েছে অনেকের মধ্যে। বিশেষ করে করোনার লকডাউন বহু ব্যবসায়ীর কোমড় ভেঙে দিয়েছে। করোনার জেরে আর্থিক মন্দাভাব এক বিরাট সমস্যা তৈরি করেছে। অনেকের কাজ নেই। অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রানপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে যেহেতু করোনা রয়েছে তাই সতর্কতা মেনেই সকলকে চলতে হবে। করোনাকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে এগোতে হবে আমাদের। করোনার কিছু টিকাও এসেছে। অনেকে টিকাও নিচ্ছেন। টিকা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে অনেক মানুষ বদ্ধপরিকর। করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনেকেই চাইলেও মাস্ক কেন উঠে যাচ্ছে?কেন স্যানিটাইজেশন উঠে যাচ্ছে?কেনই বা শারীরিক দূরত্ব উঠে যাচ্ছে? এটা আমাদের ভাবতে হবে।

এসবের দুর্যোগের মধ্যে নতুন বছর ১৪২৮ আসছে। নতুন বছরকে স্বাগত। সবাই ভালো থাকুন। বেঁচে থাকুক বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য।

নববর্ষে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েদের কথা আলোচিত হোক

সজল কুমার গুহ

নববর্ষ ১৪২৮ আসন্ন। দেখতে দেখতে একটা বছর শেষ হতে চললো। ১৪২৭ বঙ্গাব্দ যে মোটেই সুখকর ছিল না তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি কারণ অতিমারী করোনার আগমন ঘটে সারা বিশ্ব জুড়ে ১৪২৭ আগমনের পূর্ব থেকেই। সেই জন্য গত বছর নববর্ষ সেই অর্থে হয়নি, আফসোস স্বাভাবিকভাবেই ছিল বাঙালি মাত্রেই। তেমনি অনেক অনুষ্ঠান উৎসব ইত্যাদি দায়সারাভাবে পালিত হয়েছিল কারণ বেঁচে থাকাটাই বড় প্রশ্ন ছিল, অনেক মানুষকে আমরা হারিয়েছি দেশে বিদেশে।

যাক স্বাভাবিক নিয়মে আবার বাংলা নববর্ষ আমাদের দরজায় যেন কড়া নাড়ছে, দুর্ভাগ্য এবারো অতীতের মতো শুভ নববর্ষ ১৪২৮ পালন করতে পারবো কিনা সন্দেহ। কারণ করোনার থাবা আবার শুরু হয়ে গেছে, নিয়মনীতি অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে। আমরা জানি নববর্ষ মানে বাংলা নতুন বছর পহেলা বৈশাখ, তাকে বরন অতীতের স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে। পূজা পার্বন, হালখাতা নতুন করে হিসাব নিকাশ শুরু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, নতুন বস্ত্র ধারন, নতুন আমেজ বিশেষ আনন্দ, বিশেষ ধরনের খাবার দাবার,হই হুল্লোড় গান , কবিতাপাঠ, নৃত্য ইত্যাদি বইপত্র পত্রিকা প্রকাশ। মন্দিরে মন্দিরে পূজাঅর্চনা, ধূপ দীপ জ্বেলে পবিত্রভাবে বরন। তেমনি চলে পূজা দোকান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রে চলে মিষ্টি বিতরন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নববর্ষের এক জায়গায় বলেছেন 'নববর্ষ একসঙ্গে পুরাতনকে স্মরন ও সর্বাধিক নতুনকে বরণ'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপান যাত্রা বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন,' নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়-- সেই দৃষ্টিতে বলতে গেলে আমরা সবাই সেই অর্থে নববর্ষকে বরণ করতে পারি? অতীতের ভুল ভ্রান্তি শুধরে চলতে পারে কজন? নববর্ষ মানে শুধু উৎসব অনুষ্ঠান নয়, এই পবিত্র দিন প্রতিজ্ঞার দিন, আরও সংযত নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠার শপথের দিন।

বাংলা নববর্ষ ও বাংলা ক্যালেন্ডারের মাত্র বিশেষ কয়েকটি দিন তারিখ বেশিরভাগ বাঙালি মনে রাখে যেমন পহেলা বৈশাখ, ২৫ বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ ইত্যাদি। বাকি মাস দিনের হিসেব ভুলে যায় বেশিরভাগ বাঙালিরা, দুঃখের বিষয় ইংরেজি নববর্ষ মানে নিউ ইয়ার্স যেভাবে পালিত হয় বিশেষ করে বাঙালি ছেলেমেয়েরা পালন করে তার দশ শতাংশ মনে হয় না ওরা উদযাপন করে বাংলা নববর্ষকে ঘিরে। এটা সত্যিই লজ্জার, যেমন লজ্জার বাংলা ভাষাকে এই প্রজন্মের বেশিরভাগই গ্রহন না করে ইংরেজি হিন্দির পিছনে ছুটে চলছে। পৃথিবীর মিষ্টতম বাংলা তাই আজ অবহেলিত, অপমানিত এই বাংলাতেই। তাই নববর্ষ পালন শুধু একটি দিনের জন্য আর বাকি দিনগুলোতে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া মেনে নেওয়া যায় না।

তাই অনুরোধ, হোক না শপথ এই ১৪২৮ এর শুভ নববর্ষে যে নিজ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দায়বদ্ধ হবো, বাংলা ভাষার অতীত উজ্জ্বল গৌরব ফিরিয়ে আনবো সবদিক থেকে যেমন ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য দর্শন শিক্ষা আচারআচরন সবদিক থেকে। চর্চা হবে ভারত তথা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, ভাষা শহিদদের, বিশিষ্ট মনিষীদের ও আরও ব্যক্তিত্বদের।

এটা ঠিক চেষ্টা করলে সবই সম্ভব, একটু জাগি, ঘরে ঘরে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েদের কথা আলোচিত হোক। স্বামীজি, নেতাজি, রবীন্দ্রনজরুল, বিদ্যাসাগর, নিবেদিতা, কাদম্বিনী প্রমুখের মতো সন্তানের জন্ম হোক, পিতা মাতারা সেইভাবে তৈরি হোক। বাংলা যেন আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।

(লেখক শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের বাসিন্দা, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা- ৭

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।----মুসাফীর)

ঋষভ মাতাজীর কোলে মাথা রাখে মনে হয় যেন এক তাল মাখনের মধ্যে তার মাথা ডুবে গেল। অদ্ভূত এক ভাললাগার আনন্দ তার সমস্ত শরীরে এবং মনে ছড়িয়ে গেল। ঋষভের মাথায় হাত বুলিয়ে মাতাজী বললেন--আমার মধ্যে যেমন তোমার মাকে দেখেছ ঠিক তেমনভাবেই তোমার মায়ের মধ্যে আমাকে পাবে।

রুফ টপ গার্ডেনটি এত সুন্দরভাবে করা হয়েছে যে ঋষভ দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। পুরো ছাদটিই গার্ডেন এক পাশে একটি ছোট্ট ক্যাফেটেরিয়া সারা বাগানটিতে বেশ কয়েকটি টালির ছাদ ও এক ধরনের সরু বাঁশের দেওয়াল ঘেরা গোলাকার বসবার ব্যবস্থা। একদম শেষ দিকের একটি গোলাকার ঘরে ঋষভ ও অনন্যা মুখোমুখি বসে। চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে আজ সারাদিন খুব ঘুমিয়েছেন। উত্তরে ঋষী সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে-- দেখুন আমি নিজেকে তখনই ওপেন করতে পারবো যখন আপনি আমাদের মাঝের দূরত্বকে সরিয়ে দেবেন। অ্যানি বুঝতে পারে বলে বেশ তুমি শুরু করো। আবেগে ঋষী অনন্যার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, অনন্যা কেঁপে ওঠে--প্লীজ! অনেকে রয়েছে। ঋষী বলে, আমি রোজ অফিসে বেরুবার সময় মাকে প্রণাম করে বেরুচ্ছি। মা ওই সময় ঠাকুর ঘরের সামনে বসে থাকেন

যদি জপে থাকেন তাহলে আমায় অপেক্ষা করতে হয়, তবে বেশিক্ষন নয়। মা বুঝতে পারেন এবং জপ থামিয়ে আমার প্রণাম নিয়ে আবার জপে বসে পড়েন। আমাদের মন্দিরের রাধা মাধবের বিগ্রহ দুটি খুব প্রাচীন--রাজস্থান অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা। কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ ও শ্বেত পাথরের রাধা, ভাস্কর্য্যের দিক থেকে একেবারে নিখুঁত, অনবদ্য অপূর্ব। আমি কোনদিন প্রণাম করিনি--করার কোনোরকম আগ্রহও বোধ করিনি। অ্যানি আই এ্যাম টেলিং ইয়ু দ্য ফ্যাক্ট--। অফ কোর্স, আই নো দ্যাট, আই নো ইয়ু। রিয়েলি? প্লীজ কনটিনিউ। মাকে প্রণাম করার পর আমার মনটি খুব ভরে যায়-- অন্য কিছু ফীলই করি না। যখন অপেক্ষা করতে হয় তখন মাঝে-মাঝে রাধামাধবের মুখের দিকে তাকাই। মূর্তির নিখুঁত ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্যটি দেখি। এরকমই একদিন আমি অপেক্ষা করছিলাম কারণ মনে হচ্ছিল মা সেদিন জপের খুব গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে মায়ের এরকমটি হয়, তখন আমায় বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হয়। তাই করছিলাম আর মাঝেমধ্যে রাধামাধবের দিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাকাতে গিয়ে দেখি অবিশ্বাস্য কান্ড--- রাধা সম্পূর্ণ জীবন্ত একেবারে অ্যালাইভ লাইক হিউম্যান, আমার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসছে। আমার মনে হলো আমি ভুল দেখছি হ্যালিউসিনেশন। চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুললাম, দেখি একই ব্যাপাড় মনে হলো রাধা যেন ইঙ্গিতে আমাকে ডাকছে। কিরে সোনা হাঁ করে কি দেখছিস? মা জপের থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমার একটু সময় লেগেছিল স্বাভাবিক হতে মা আমাকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষন করছিলেন। কিছু বললেন না, পরে কথা বলার সময় বুঝেছিলাম মা সবই বুঝেছিলেন।তারপর থেকে রোজ রাত্রে স্বপ্নে রাধার সাথে দেখা হয় তবে ওই রকম অ্যালাইভলী আর কখনো দেখিনি।মামারা আমার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখাদেখি করছিলেন অনেক মেয়ে আমাকে প্রপোজও করেছে কিন্তু কোথাও কাউকে ভাল লাগেনি। সব জায়গাতেই কিছু একটার অভাব মনে হয়। কারণ সেদিন রাধার রুপের যা ছটা আমি দেখেছি সেই সৌন্দর্য্য কোথাও দেখিনি অথচ রাধার মূর্তিতে সেই রুপের ছটা আর কখনো দেখতে পাইনি। মামারা খুব বিরক্ত, মা কিন্তু নয় মাঝেমাঝে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে দেখেন মনে হয় যেন অপেক্ষা করছেন। আমি ও আমার এই স্টুপিডিটির জন্য খুব বিরক্ত। ঠিক এইরকম মনের অবস্থায় একদিন রাত্রে স্বপ্নে রাধা এলো-- আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম, তুমি আমাকে নিয়ে এভাবে খেলছো কেন? তুমি যে আমার খেলার সাথীগো! আমি এসব তত্ব কথা জানতে চাই না। আমি জানতে চাই তুমি হিউমেন লেভেলে আমার হবে কিনা! যদি সম্ভব না হয় তাহলে

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র উপায়

গোপাল শাস্ত্রী

সংসারে অশান্তি, পড়াশোনায় মন বসছে না, প্রেমে বাধা, বিয়েতে বাধা
ব্যবসায় লোকসান, পড়াশোনা করেও চাকরি পাচ্ছেন না--
সব সমস্যার সমাধান ২২ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে

গোপাল শাস্ত্রী
ভারত নগর, শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-৭৯৬৯০১৯/৯৮৩২৩২৫৬৯২
দক্ষিনা মাত্র ৩০২ টাকা

আপনার হস্তরেখা বলবে কি আছে কি নেই আপনার জীবনে
কি ঘটতে চলেছে ভালো না খারাপ। আজই যোগাযোগ করুন উপরের নম্বরে।

প্লীজ আমাকে আর এভাবে দুঃখ দিও না। কথাটা বলেই আমি খুব ইনটেন্সলি ফীল করলাম-- আমার নিজের অজান্তেই রাধার প্রেমে প্রায় পাগল হয়ে গেছি। আমার দুঃখ কথাটি শুনে রাধাও দুঃখ পেল তার মুখে বেদনার ছাপ দেখলাম। বেশ! খুব সুন্দরভাবে হেসে বললো তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই পাবে। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারবেতো! কারণ আমিতো কোন মানবীর মাধ্যমেই তোমার কাছে আসবো। দেখা গেল আমি তোমার সামনে রয়েছি তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না। দেখ আমি অপোনেন্ট প্লেয়ারের চোখ দেখে বুঝতে পারি তার পরের মুভমেন্ট কি হবে। মাইগড ঋষি তুমি ডিভাইনকে একেবারে হিউম্যান লেবেলের কনভারসেশনে নিয়ে এসেছো। সরি তারপর। ঋষভ বলে যে চোখ এবং হাসি ও রুপের ছটায় আমি নিজেকে হারাতে বসেছি - বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না আমার ভেতরের অবস্থা । এগুলো দেখেই আমি তোমাকে চিনতে পারবো। তোমার প্রেম খাঁটি থাকলে আমায় ঠিক চিনতে পারবে তোমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। তবে মূল্য দিতে হবে, পারবে? পারবো। বেশ অপেক্ষা করো সময় এলেই মিলন হবে। কথা দিচ্ছতো? হ্যাঁ কথা দিলাম। তারপর থেকে স্বপ্নে আর রাধা আসে না। একদিন মাকে সব খুলে বললাম। সব শুনে মা বললেন আমি এরকম একটা কিছু আঁচ করেছিলাম-- তবে এতটা নয়। রাই যখন কথা দিয়েছে তখন তোর মত করেই তোর কাছে ধরা দেবে ওদের লীলা বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মা সবসময় রাধারানী বলেন সেদিন কিন্তু রাই বললেন। ঋষভ এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল। কিছুক্ষন পরে বেশ উদাস স্বরে বললো-- সে ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে -- আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ পরে মনে হয়েছিল এটা অবাস্তব এটা কখনো হতে পারে না। ঠিক সেই সময়েই এই এ্যসাইনমেন্টটি আমাকে এখানে এলো। প্রথমদিন তোমার চোখ ও মুখের হাসি দেখে খুব চমকে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয় দিন সেটি আবার দেখে কনফার্ম হয়েছিলাম। তোমাকে বলেছিলাম না যে অন্য একটি নামে তোমাকে ডাকলে ভাল লাগবে-- অনেক বেশি মানানসই হবে সেটি হলো রাই। এরপর ঋষী সংক্ষেপে তাদের পরিবারেরকথা তাকে মানুষ করার জন্য তার মায়ের যুদ্ধের কথা বললো। আমার কথাতো শুনলে--যদি আপত্তি না থাকে তোমার কথা বলো। আমার পারিবারিক কথা অন্য আরেকদিন বলা যাবে। তবে এটা নিঃশ্চয় বুঝেছো যে মাতাজী এবং তাঁর দেওয়া কাজ আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। বলতে কোন বাধা নেই-- তোমাকে প্রথম দেখে আমার খুব স্ট্রং ফীলিংস হয়েছিল যে ইয়ু আর ডেস্টিনড ফর সামথীং বিগ এন্ড ইয়ু আর নট আ অরডিনেরি পারসন।

(চলবে)

বৈশাখী উৎসব

গণেশ বিশ্বাস

বাংলার গৌরব শুভ নববর্ষ উৎসব। বছরে একবার কেন আসে, এমন যদি হতো বারবার আসত। পয়লা বৈশাখ বছরের প্রথম শুভ দিন, সুখ সমৃদ্ধি সব নিয়ে আসে, শ্রী শ্রী বাবা গণেশ ব্যবসার শুরু। পিতার রোষে পুত্রের দুর্গতি, বিধাতা যা করে তাঁরও থাকে মানে, তাই গণপতি বাবা পূজা পায় বাংলায়, সকল দেবতার আগে। আনন্দের সাথে ঠাকুর রবীন্দ্র স্মরনে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী আয়োজনে, বাঙালির গর্ব বিশ্ব কবি ঠাকুর রবি। স্কুল, কলেজ,ক্লাব ঘরে উৎসাহী সকলে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব বাংলা জুড়ে, স্মরনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালে নৃত্য। ছোট, বড় শিশুরা আনন্দে সকলে, ওই দিন শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন গুরুর চরনে।

(লেখক পেশায় অটো চালক,তার বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে)

CA. GHANASHYAM MISHRA

F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner

SAHA & MAJUMDER

Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

নতুন বছরে আরও উন্নয়ন চাই

মদন ভট্টাচার্য

সকলকে নতুন বছর ১৪২৮ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা। এবারে পয়লা বৈশাখ এসেছে অন্যরকম আবহে। কারণ এবারে রাজ্যে ভোট হচ্ছে। তার সঙ্গে করোনাতো আছেই। যেহেতু এবারে ভোট হচ্ছে তাই বলতে হচ্ছে এই বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা রয়েছে। তাই দুএকটি কথা বলতেই হয়। বেশি কথা বলার নয়, একটি কথাই জোর দিয়ে বলবো। রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কিন্তু অনেক উন্নয়ন হয়েছে। দশ বছরে রাজ্যে এত কাজ হয়েছে যা কিন্তু অতীতে হয়নি। এই উত্তরবঙ্গেও উত্তরকন্যা থেকে শুরু করে বেঙ্গল সাফারি, গাজলডোবার ভোরের আলো সহ আরও বহু কিছু যা বলে শেষ করা যাবে না। তার বাইরে মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রী থেকে যুবশ্রী, স্বাস্থ্য সাথি সহ আরও বহু প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেসব কাজ হয়েছে তা সত্যিই এক নজিরবিহীন। তার বাইরে রাজ্যে শান্তিও রয়েছে। তাই বাংলা নতুন বছরে বাংলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে আমার মতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকেই সকলের শক্ত করা উচিত। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন।

(লেখক দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবী)

স্কুল-কলেজে পালিত হোক নববর্ষ

ডঃ গৌরমোহন রায়

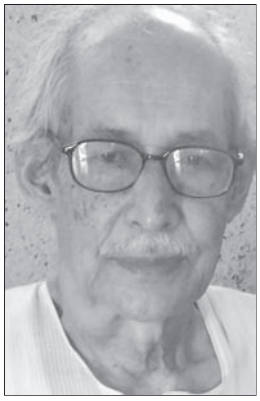

যে সময় আমরা বাস করছি, তখন মানুষের একটি বিশ্ব চেতনা গড়ে উঠেছে বলে দেখা যাচ্ছে। ভালো লক্ষন এটা। মানুষ এখন বিশ্ব মনস্ক। বিশ্বের সভ্যতা -সংস্কৃতি সে গ্রহন করছে। যে কোনও মানুষই , উপযুক্ত মানুষ বিদেশে গিয়ে অর্থনীতির সূত্রে বসবাস করছে। অথবা সাংস্কৃতিক সূত্রে অর্থাৎ লেখাপড়া বা অন্য যেসব সাংস্কৃতিক বিষয় রয়েছে সেই কারনে তারা বসবাস করছে। অতএব বিদেশের চিন্তাভাবনা আসছে। বিশ্ব মনস্কতা আসছে, ভালো লক্ষন এগুলো। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কোনও কিছুই আমরা আত্ম বিলুপ্তির মূল্যে কিনতে চাই না। নিজের সংস্কৃতি ভুলে যাওয়া মানে হচ্ছে আত্মধ্বংসের পথকে বেছে নেওয়া। আমি আছি বলেই বিশ্ব আছে, এটা মনে রাখতে হবে। বিশ্বের সঙ্গে কোথাও আমাদের সংঘাত নেই। বিশ্বের নানা দেশের সংস্কৃতি আমরা নিতে পারি, যেমন খাদ্য, বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাষা, শিল্প সবগুলোই আমাদের গ্রহন করতে হবে। কারণ বাঁচাটা এখন পারস্পরিক। বিশ্বের বাঁচাটা এখন পারস্পরিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমাদের মূল পরিচয় যে বেসিক আইডেনটিটি সেটা কখ নই ভুললে চলবে না। আমরা ভারতবাসী, তার বাইরে একটা প্রাদেশিক পরিচয় রয়েছে। কেউ ওডিষার অধিবাসী, কেউ পঞ্জাবের, কেউ রাজস্থানের, কেউ বাংলাদেশের সুতরাং সেই পরিচয়টা যেন অক্ষুন্ন থাকে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের ভাষা , ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং অন্যবিধ সংস্কৃতির যে নানা দিক আছে সেগুলো

With Best Compliments From

Biplab Sarkar

Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

WATCH REPAIR & SERVICE

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

মানতে হবে। সেই হিসাবে আমরা যে পহেলা বৈশাখ মানি, আমাদের যে গণনা পদ্ধতি পঞ্জিকা অনুসারে, সেই অনুযায়ী বৈশাখ হচ্ছে বছরের প্রথম মাস। যেখানে খ্রীষ্টান জগতে জানুয়ারিকে বছরের প্রথম মাস ধরা হয়, আমাদের এখানে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাস। তা পহেলা বৈশাখের যে উৎসব, অনুষ্ঠান আমাদের যে সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে উঠেছে সেগুলোকে আমরা মেনে চলি। আগে যেভাবে মেনেছি, যথাসম্ভব, এখন মানুষ কর্মব্যস্ত, তারইমধ্যে যথাসম্ভব আমাদের সেভাবে মেনে চলতে হবে।

অতীতে পহেলা বৈশাখে ছিল নববস্ত্র পরিধান। একটু উন্নত মানের খাদ্য সম্ভার। সেগুলো সংগ্রহ করা, যৌথভাবে পারস্পরিক নিমন্ত্রন, নিমন্ত্রনের মধ্যে দিয়ে একটা যৌথ জীবন চেতনা গড়ে তোলা এবং তারই ভিতর দিয়ে একটা আনন্দের প্রকাশ। সঙ্গীত ছিল তার মধ্যে । যেভাবে দোলের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত এসেছে তেমনই নব বৈশাখের অনুষ্ঠানেও সঙ্গীত এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন, গানও রচনা করেছেন। 'এসো হে বৈশাখ-- এসো এসো'। চৈত্র দিনের গানও তারমধ্যে রয়েছে। এই যে কল্পনা কাব্যের বর্ষ শেষ বলে কবিতা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে এই খানে যে তিনি কাল সচেতন। কালের মধ্যে যে আমরা কতগুলো বিভাগ, উপবিভাগ চালু করেছি সেগুলো সম্পর্কেও তিনি সচেতন। এই চেতনাকে ঘিরে তিনি এসব গান আর কবিতা রচনা করেছেন। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে যে আমাদের নানারকম মিষ্টান্নের আয়োজন, সেটাও খুব দরকার আছে। খুবই দরকার আছে। কারণ, এই খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী, মানুষের খাদ্য-- এটা জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট অঙ্গ। এটা সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। বিশিষ্ট রন্ধন প্রণালী--তার একটা প্রকাশ

ঘটুক নববর্ষে, প্রথম দিনে।

চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেলো, ক্লান্ত-- কালের বিচারে একটা পর্ব শেষ হল। নবপর্ব আরম্ভ হচ্ছে। আসলে মহাকালতো অবিভাজ্য। কিন্তু আমরা সুবিধার জন্য তাকে ভাগ করে নিয়েছি। সেই বিভাগ অনুযায়ী আমরা বারোটা মাসে ভাগ করেছি বছরকে। সেইভাবেই অনুষ্ঠান প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। নববস্ত্র বলতে আমরা এইসব অনুষ্ঠানই আমরা দেখতাম। সামাজিক অনুষ্ঠান, কখনও গৃহকেন্দ্রিক, কখনও সেটা পরিবার বহির্ভূতভাবে। খাওয়াদাওয়ার মধ্যে উত্তম খাদ্য সামগ্রী। বাঙালির যে নিজস্ব, যেমন নববর্ষে পায়েসতো অবশ্যই । বা নানারকম মিষ্টান্ন, রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি আমাদের প্রিয় খাবার। নানারকম ফল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রীষ্ম হলো ফলের ঋতু। গ্রীষ্মকে তিনি ব্রাহ্মন বলেছেন। ব্রাহ্মনের পক্ষে ফলাহার, এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের উক্তি। সুতরাং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ হচ্ছে গ্রীষ্ম, নানারকম ফলের আয়োজন আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। আর পান্তা-ইলিশ হলো প্রধানত পূর্ব বঙ্গ ভিত্তিক সংস্কৃতি। পরে পশ্চিমবঙ্গও এটা গ্রহন করেছে। আর ইলিশ মাছেরতো বলার কথা কিছু নেই। কেননা ইলিশতো একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপার। বাংলার লোকই হোক এমনকি সমগ্র ভারতবাসীর কাছে ইলিশ একটা প্রিয় মাছ। সুতরাং ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাতের কথাতো থাকবেই। এটাকে আমরা নতুন সাংস্কৃতিক সম্প্রসারন বলবো। এটা পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব বঙ্গের কাছ থেকে নিয়েছে। এটা ভালো লক্ষন। কেননা, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান থাকবেই। এটা চলতে থাকবে, তারফলে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। এসব আমরা হারিয়ে যেতে দেবো না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এসব সংস্কৃতি নিয়ে আসতে হবে। দরকার হলে স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নববর্ষের দিনটি পালিত হবে। এসো আমরা সকলে একসাথে নববর্ষের উৎসব পালন করি। যেমন নতুন সেশনের উৎসব হয় কলেজগুলোতে সেভাবেই নববর্ষের উৎসব করবো আমরা করবো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে,তাহলে এই সংস্কৃতি সংরক্ষিত হবে। যুব সমাজের মধ্যে বিষয়টি যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আরও ভালো হবে কারণ তারা জাতীয় চিন্তার ধারক ও বাহক।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে, তিনি একজন গবেষকও। তিনি দার্জিলিং লরেটো কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তাঁর প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে)

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

চারদিকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি দূর হোক।
নববর্ষ নিয়ে আসুক আমাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

সভাপতি ঃ শিবেশ ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সলিল সিং
কোষাধ্যক্ষ ঃ সাগর পাল
সহ সম্পাদক ঃ অভিজিৎ মন্ডল
সহসভাপতি ঃ সুনীল মাহেশ্বরী

মিঠে - কড়া

হতাশা কমাতে ম্যাজিক-মিষ্টি

রাহুল গুহঠাকুরতা

পয়লা বৈশাখ, বাঙালির নববর্ষ। মনে পড়ে সেই হালখাতা উপলক্ষ্যে দোকানে ঘুরে ঘুরে মিষ্টির মহাভোজ? ঘরে ফিরেও কব্জি ডুবিয়ে দুপুরের খাওয়ার শেষপাতে দৈ-মিষ্টি? সেসব সোনালি দিনতো অতীত হতে বসেছে। স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালি এখন রুচি বদলেছে। মিষ্টির জায়গায় এখন মমো, চাউমিন ইন থিং। জেন ওয়াই মিষ্টি বলতে চকোলেট বোঝে।

অথচ ভেবে দেখুন, বাঙালির জন্ম থেকেই মিঠের সাথে সম্পর্ক। রূঢ়ভাষীকে ভর্ৎসনা করা হয়, ' কিরে, জন্মের সময় মুখে মধু পড়েনি?' তাইতো সোনার বাংলায় ঐতিহ্যশালী মিষ্টির এতো ছড়াছড়ি। রসগোল্লা আর মিষ্টি দৈতো জগৎ জয় করেছে। উত্তরবঙ্গের মিষ্টিও কিছু কম যেতো না। লালমোহন, কমলাভোগ, ক্ষীরকদম্ব, আরো কত কি? কিন্তু এখন যেন সেই ঐতিহ্যে ভাঁটার টান।

আসলে উপায় নেই যে। রোগ বড়ো বালাই। ডায়াবেটিস, নীরব ঘাতকের ভয়ে অনেকেই মিঠে থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। সকাল বিকেল পায়ে হেঁটে রোগকে কাবু করবেন? উপায় কোথায়? শহরে রাস্তার চেয়ে গাড়িঘোড়া বেশি। ধোঁয়ায় ফুসফুস বিকল, দুর্ঘটনার আশঙ্কা কিছু কম নয়। বোঝার ওপর শাকের আঁটি আবার অতিমারীর ভ্রুকুটি।

তবে মিষ্টির উপকারিতা কিন্তু বর্তমান যুগেও ভোলার নয়। বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রা ডেকে আনে ফ্রাস্টেশন বা হতাশা, মানসিক রোগ। আর ফ্রাস্টেশন বা হতাশা কমাতে মিষ্টি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। তাইতো বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে মিষ্টিরও বিবর্তন হয়েছে । বাজাকে হাজির রকমারি সুগার ফ্রি মিষ্টি। তাই নতুন বছরে শুভকামনা, ' ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর রসেবশে থাকুন'।

(লেখক শিলিগুড়ি মহকুমার গঙ্গারাম চা বাগানের সহকারি ম্যানেজার)

নতুনত্ব
শাড়ি এবং রকমারি সাজের সেরা বুটিক
natunatya

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা

Ms. SUMAN DEY ROY
(Proprietor)
Cell : 8637816136
Whatsapp. : 7679668304
email : deyroysuman94@gmail.com

Unique Collection of
- SAREE
- KURTI
- TOPS
- KURTA
- PUNJABI
- HANDLOOM BED COVER
- HANDMADE BAG
- COSTUME JEWELLERY

Address :
Rathkhola Main Road
Rabindranagar More
Dist. Darjeeling
Siliguri-06

বিশ্বায়নে বাংলা বর্ষ

বাবলী রায় দেব

নতুন উষা নতুন আলো/ নতুন বছর কাটুক ভালো। করোনার বিষন্নতায় আচ্ছন্ন বাঙালি নবপ্রভাতের আহ্বানে আশার আলো জুগিয়ে ঘর-মনকে আবার নতুন সাজে সাজাতে ব্যস্ত। উৎসবমুখর বাঙালির দোরগোড়ায় পহেলা বৈশাখ। ১৪২৭ বঙ্গাব্দের বর্ষপঞ্জী সরিয়ে ১৪২৮ বঙ্গাব্দের বর্ষপঞ্জী জায়গা নেবে ঘরের দেওয়ালে। চোদ্দই এপ্রিল বাংলা একটি বঙ্গাব্দের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার স্থান হবে ইতিহাসের পাতায় কিন্তু জীবন এগিয়ে যাবে নিজস্ব গতিতে, কেবল অতীতের কিছু স্মৃতি লুকোচুরি খেলবে মনের অন্তরালে নিজের অজান্তেই। যুগ যুগ ধরে এমনটাই হয়ে আসছে।

যে সময়কে চোখে দেখা যায় না সেই সময়ের ঘটনাক্রমের উত্থান পত্তনের কাহিনী দিন-মাস-কাল বা বছরের আঙ্গিকে পাথরের গায়ে, তাম্রপত্রে, কাগজের পাতা কিংবা যন্ত্র বোধহয় এজন্যে বন্দি করা হয় যাতে প্রয়োজনেঅপ্রয়োজনে অতীতের বাক্স খুলে সুখ স্মৃতি রোমন্থন করে কিছুক্ষনের জন্য গা ভাসিয়ে নিতে পারি সময়ের স্রোতে!!

অথচ কে কবে কোথায় কখন প্রথম সময়কে বন্দি করার কথা চিন্তা করেছিলেন , সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। এখানেও কিন্তু সেই কার্য-কারণ তত্ব কাজ করে গেছে।

কাজের সুবিধার জন্য আমাদের আদি পুরুষরা কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই যে বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডারের উদ্ভাবন করেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কার্যকারিতাকে সফল রুপ দিয়ে পূর্বপুরুষরা আমাদের বর্তমান জীবনপ্রবাহকে যেমন একদিকে সহজ সুন্দর করেছেন তেমনি রেখে গেছেন তাঁদের অসাধারণ কর্মদক্ষতার নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতে বছর শুরু হতো বসন্তের আগমনে। সময়ের

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা

Cell : 9733502973 / 74/82, 9832091395
Call : 0353-2662316
email : rmimpression@rediffmail
biplab.roymuhuri@gmail.com

R.M.Impression

PRINTERS & DESIGNER

- Offset Printing
- Screen Printing
- Computer Designing
- Digital Printing
- Book Binding

32 Sri Ramkrishna Sarani
South Deshbandhupara
(Opp. Way of Tarai School Maidan)
Siliiguri-734004

SPECIALIST IN : SPIRAL BINDING, MACHINE NUMBERING, CRIZING, MACHINE PERFORATING & STICKER CUTTING

আবর্তনেই প্রকৃতির প্রকাশ ঘটে। এটাকে মাথায় রেখে ভারতীয় পন্ডিতরা সূর্য, চন্দ্র সহ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের ক্রমাবর্তনকে পর্যবক্ষন করে সময়ের হিসাব রাখার চেষ্টা শুরু করেন যার প্রমান পাওয়া যায় পঞ্চম শতকের পন্ডিত আর্যভট্টের একটি শ্লোকে। তিনি তাঁর আর্যভট্টীয় গ্রন্থে শ্লোকটির মাধ্যমে বারো মাসের একটি হিসেব দেন----বর্ষ দ্বাদশ মাসাস্ত্রিংশদ্দিবসো ভবেৎ স মাসস্তু। ষষ্টির্নাড়্যো দিবসঃ ষষ্টিশ্চ বিনাড়িকা নাড়ী।। অর্থাৎ এক বছর বারো মাসে, এক মাস তিরিশ দিনে, একদিনে ষাট নাড়ী আর ষাট নাড়ী ষাট বিনাড়ীতে বিভক্ত।

ষষ্ঠ শতকে পন্ডিত লটদেব তাঁর রোমক গ্রন্থে এটিকে আরো পরিমার্জিত করেন। পরবর্তীকালে ৫৫০ শতকে বরাহমিহির তাঁর পাঁচ খন্ডের বিশ্বখ্যাত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে বছরকে সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বারটি ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতিটি ভাগের নাম দেন রাশি। সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করলে একটি মাস শুরু হয়, সেই হিসেবে রাশিষ শেষ দিনটির নাম দেন সংক্রান্তি। এভাবে এক বছরে মোট বারটি সংক্রান্তি পাওয়া যোগ দেখা যায়। মজার কথা সেই সংক্রান্তি পালনের ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। যে মাসে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেই মাসের নাম দেন বৈশাখ এবং তিনিই প্রথম বছর গণনার ক্ষেত্রে বৈশাখকে প্রথম মাস হিসেবে ধার্য করার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নয়জন পন্ডিতের অন্যতম বরাহমিহিরকে এইজন্যই আধুনিক ভারতের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের জনক বলা হয় এবং তাঁর লেখা পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকে সমস্ত জ্যোর্তিবিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল আকড়গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়।

পরবর্তীতে সপ্তম শতকে গৌড় বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক ক্ষমতায় এসে 'সূর্যসিদ্ধান্ত'ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী অনুসারে বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

বঙ্গাব্দের উৎস কথা শীর্ষক প্রবন্ধে সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য,'সৌর বিজ্ঞান ভিত্তিক গাণিতিক হিসাবে ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল, সোমবার , সূর্যোদয় কালই বঙ্গাব্দের আদি বিন্দু। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ থেকে বিক্রমাদিত্যের নাম অনুসারে, হিন্দু বিক্রমী বর্ষপঞ্জীর

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Email : nirmalgopa@gmail.com
Phone : 9475089337

আত্মা ও মন

(গাণিতিক বিশ্লেষন)

প্রকাশিত হলো

আত্মা ও মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীতে
এই প্রথম বাংলা ভাষার কোনও বই প্রকাশিত হলো।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

সূচনা হলেও বাংলা বর্ষপঞ্জী হিসেবে শশাঙ্কের বঙ্গাব্দকেই নির্দেশ করা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের উপস্থিতিতে তথ্য সমন্বয়ের অভাবে পঞ্চদশ শতকে সুলতান আলাউদ্দিন শাহ হিজরি ক্যালেন্ডারের উপর ভিত্তি করে প্রথম বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করেন যেটি ছিল রাশির সৌর বর্ষ ও হিজরি চন্দ্র বর্ষের সংমিশ্রন। এরপর আকবর পনেরশ ছাপান্ন সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজা হিমুকে পরাজিত করে পাঁচই নভেম্বর সিংহাসনে বসে ওই বছরের পহেলা বৈশাখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেন যেটাকে বিভিন্ন নথিপত্রে প্রথম বাংলা নববর্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ইরান থেকে পার্সিয়ান জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফতুল্লাহ শিরাজীকে এনে চন্দ্র বছর অনুযায়ী বাংলা বঙ্গাব্দ ঠিক করার দায়িত্ব দেন যার আকবর। শিরাজী পার্সিয়ান চুরাশি সালে বাংলা বঙ্গাব্দ চালু করলেও এর কার্যকারিতা কিন্তু শুরু হয়ে যায় পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই।

বাংলা সাল ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে সেটা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত থাকলেও বাংলার সভ্যতার বয়স যে আড়াই হাজার বছরের পুরনো তার প্রমান দেউলপোতাসহ রাঢ় অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ছাড়াও উয়ারী-বটেশ্বরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। এরও হাজারখানেক বছর আগে বেদ গ্রন্থিত হয়ে গেছে যা থেকে অনুমান করা হয়, বৈদিক ক্যালেন্ডারসমূহ ততোদিনে সংহতরুপ পেয়েছে। ওই সময়ে বাংলাতেও বৈদিক ক্যালেন্ডারের একটি স্থানীয় অভিযোজিতরুপ ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় সৌরসিদ্ধান্তিকাকে ভিত্তি করে দিন-মাস-বছর গণনা সৌরবর্ষভিত্তিক স্থানীয় বর্ষপঞ্জী চতুর্থ শতকে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো যা প্রায় শশাঙ্কের শাসনকালের ২০০ বছর আগে, হুসেন শাহের শাসন কালের ৮০০ বছর আগে এবং আকবরের শাসন কালের ৯০০ বছর আগে।

এ প্রসঙ্গে অপর একটি তথ্য থেকে জানা যায়, কৌলিয় সম্রাট অঞ্জন খ্রিষ্টপূর্ব ৬৯১ সালে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধেরও দেড়শ বছর আগে

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI

প্রথম পহেলা বৈশাখে নববর্ষ পালন করেছিলেন। ইতিহাস বলে, সম্রাট অঞ্জন ছিলেন গৌতম বুদ্ধের মাতা মায়াদেবীর পিতা। এ প্রসঙ্গে ইন্দো-আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী সুভাষ কাকের তথ্য বর্তমানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর দাবি, খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬৭৬তে তৎকালীন বৈদিক ঋষিমুনীরা 'সপ্তর্ষি বর্ষপঞ্জী' নামে একটি শতবর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেটি ছিলো সর্বপ্রাচীন বর্ষপঞ্জী। তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমানও রয়েছে।

বেদ যখন অগ্রন্থিত ছিলো বৈদিক ঋষিরা তখন চন্দ্র-সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্রসমূহের অবস্থান এবং গতিবিধি মেনে তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পূজাআর্চা যজ্ঞ-হোম করতেন। এর থেকে বোঝা যায় তখ নও দিনক্ষণের হিসেব রাখার জন্য বর্ষপঞ্জী ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ ব্রোঞ্জ যুগের অন্তিম পর্ব থেকে লৌহ যুগে বৈদিক ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জীর প্রচলন ছিল। রাতের নির্মল আকাশের দিকে তাকালে কোটি কোটি নক্ষত্রের ভিড়ে সাতটি উজ্জবল নক্ষত্রের সমাবেশ চোখে পড়ে যাদের আমরা সপ্ত-ঋষি নামে জানি। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই সাত ঋষিবর হলেন--ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ। মানুষের বিশ্বাস, এই সপ্ত ঋষিগণ জীবের কল্যানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রে পরিভ্রমন করে থাকেন, তাদের এই স্থান পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে সপ্তর্ষি বর্ষপঞ্জী। এ প্রসঙ্গে বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের নাম এবং বংশপরিচয়ের সঙ্গে গোত্র হিসেবে এই ঋষিদের নাম উচ্চারন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

তখনকার ঋষিগন পূজাপার্বনের দিনক্ষন নির্ধারনের জন্য সূর্যের গতিবিধি অনুযায়ী উত্তরায়ন ও দক্ষিনায়ন গণনা করে বছরকে বারো মাসে ভাগ করে নাম দিয়েছিলেন---তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস, নভস্য, ইষ,উজ, সহস ও সহস্য। পরবর্তী পনেরশো বছর কালগণনা, পূজা আর্চার মাধ্যম ছিলো বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। পঞ্চপান্ডবদের চৌদ্দ বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় নির্ধারন বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পঞ্জিকার সময় অনুসারে করা হয়েছিল বলে বিশ্বাস। পরবর্তীকালে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, খনার মতো বিদ্বান ও বিদূষীদের হাত ধরে ভারতীয় জ্যোতিষ চর্চা উন্নতির শিখর

সকলকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

(প্রাক্তন বিজেপি নেতা)

নববর্ষে সকলে ভালো থাকুন

শিলিগুড়ি

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার

সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

স্পর্শ করে।

এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কথা, জন্মের পর থেকে পহেলা বৈশাখ পালন করে এসেছি চৌদ্দই এপ্রিল। বিশ্বের আপামর বাঙালি সেটাই করে এসেছেন। কিন্তু বিগত কিছু বছর যাবৎ সেই পহেলা বৈশাখ পালন করছি পনেরোই এপ্রিল। পৃথিবীর একবার সূর্য প্রদক্ষিনে সময় লাগে ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিন।আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের মচে সূর্য প্রদক্ষিনে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫.২৫৮৭৫৬-৩৬৫.২৪২২ অর্থাৎ ০.০১৬৫৫৬ দিন বা ২৩ মিনিট ৫০.৪৩৮৪সেকেন্ড এগিয়ে রয়েছে। বাংলা বঙ্গাব্দ প্রায় ২৪ মিনিট এগিয়ে থাকার ফলে প্রতি ৬০ বছরে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে একদিন বেড়ে যায়। রাজা শশাঙ্কর আমলে পয়লা বৈশাখ পালিত হতো ২১/২২ মার্চ। ২১শে মার্চ বা ৭ই চৈত্র দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ওই দিন সারা পৃথিবীতে দিন-রাত সমান। ওইদিন সূর্য ও দিন ক্রান্তিবৃত্তের মহাবিষুব বিন্দুতে থাকে বলে দিনটিকে মহাবিষুব বলে যদিও বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুসারে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর বছরের দুটি দিনেই দিন ও রাত সমান বলে ধরা হয়। দিনের এই তারতম্য চলতে থাকলে নশো বছর পরের পহেলা বৈশাখ পহেলা মে পালিত হবে বলে পন্ডিতদের বিশ্বাস।

বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিকতার দাপটে বাঙালির জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও পয়লা বৈশাখ এবং হালখাতা এখনও বঙ্গ সংস্কৃতির এক উজ্জবল জ্যোতির্ময় অনুষ্ঠান। এখানেও বৈদিক ঋষিমুনিদের জয়জয়কার কারণ তাদের দেওয়া বিদ্যের ওপর ভিত্তি করেই হালখাতার পূজা আর্চা থেকে শুরু করে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-গৃহপ্রবেশ সবেতেই শুভকর্মের দিনক্ষনমুহুর্ত নির্ধারনের জন্য সূর্যসিদ্ধান্তিকাভিত্তিক পঞ্জিকাকে অনুসরন করা হয়।

এবারের ১৪২৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখও সেটাই হবে। বাঙালি বাঙালিয়ানায় ফিরে এসে দিনের শুরুতে স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পড়ে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে নিখাদ বাঙালি খাওয়ারে রসনাতৃপ্তিকরে সাড়ম্বরে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে মেতে উঠবে। উচ্চনিম্ন, জাতি

ধর্ম নির্বিশেষে সকলে প্রভাতফেরী, শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। মন্দিরে মন্দিরের পাজামা-পাঞ্জাবী,শাড়ি পড়া আধুনিক আধুনিকাদের ঢল দেখা যাবে। নিজের নামের পাশে পৌরানিক ঋষির নামে গোত্র পরিচয় তুলে ধরে ইষ্ট দেবতার কাছে আশীষ চেয়ে যখন উজ্জবল হাসি হেসে উত্তাপ ছড়াবে তখন সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে এটাই মনে হবে, স্বকীয়তা বজায় রেখে এখনো বাঙালি আছে বাঙালিয়ানাতেই যাকে বিশ্বায়নের কালো ধোঁয়া এখনো গ্রাস করতে পারেনি। পহেলা বৈশাখের উন্মাদনার জন্যই বাঙালি জাতির জীবনে আরেকটি পালক জুড়েছে। ইউনেস্কো ২০১৬ সালে বাঙালির প্রিয় লৌকিক উৎসবের দিন পহেলা বৈশাখকে বিশ্ব সংস্কৃতি দিবস পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-- শুভ নববর্ষ।(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে, তিনি গবেষণাধর্মী লেখা লিখছেন। এবারে উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধনের দিন উন্মোচিত হয়েছে লেখিকার দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জ্বালিকা।লেখিকার প্রথম উপন্যাস অ্যানি, ফিরে যাও যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমর মিত্র।

(লেখিকা আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার আজীবন সদস্যা)

মৃত্যু ছোঁবল

সুশ্বেতা বোস

(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

করোনার ছোঁবলে মুক্তি নাই
তবুও চলছে ঘেঁষাঘেঁষি
বাজার যে সবার করাই চাই
কচিকুক্কুটি, পাঁঠা, খাসি।
মাস্ক খুলেই বলছে কথা
ছিটুকণা যত থুথু তাতে
পরিস্কারের উড়ছে ধ্বজা
মিছেই বল হাত ধুতে।
মানব ধর্ম যাক চুলায়
উপোসী থাকলে থাকুক গরিব
দেশেবিদেশে অশিক্ষিতের
ধর্মের নামে ভিড়ে ভিড়,
কী করবে নানান আইন
মানুষ যদি অজ্ঞানী হয়
শক্তের ভক্ত জনসাধারন
নিবিড় সমাগমে লুকিয়ে রয়।
অস্থিরতাকে কম করে
থাকতে হবে সাবধানেই
মানতে হবে সরকারি আইন
বাঁচার পথ নিজের হাতেই।

আনমোনা

রিয়া মুখার্জী

(প্রিয়া, শিলিগুড়ি)

বৈশাখের অতৃপ্ত গরমে
মিষ্টি দুপুর তুমি,
আধ খোলা জানালার রোদে
তালপাতার মিষ্টি হাওয়ার সুর তুমি,
ছন্দ দ্বন্দ্ব বদ্ধ ঘরের
তালে বেজে ওঠা নুপুর তুমি,
ছন্দ হারিয়ে উত্তাল-হওয়া
তবলার বেজে ওঠা বেতাল সুর আমি,
মাতালিনী মহুয়ার গন্ধে
উত্তাল পত্রে শব্দ দুখানি,
মিলন সম্ভব নেই জেনেও
দিবারাত্রির মিলিত রুপ তুমি আমি,
তোমার আমার একসাথে-
হাত ধরে চলা সন্ধ্যার রুপে হয় মিলিত,
সন্ধ্যার আলো ক্ষণিকের বিরহ তা যে দৃঢ়
তবুও উত্তাল পৃথিবী বৈশাখে ধরে রুদ্ররুপ
বৃক্ষের কোলে জেগে ওঠা পুষ্প,
ক্ষনিকের সৌন্দর্য নাকি চিরকালের সুখ।

ঘুরে এলাম কবিগুরুর স্মৃতি ধন্য শান্তিনিকেতন

শিল্পী পালিত

'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ /তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমুর্ষরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' এবছরের ইংরেজির পনেরই এপ্রিল হল পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ বাঙালির একটি শ্রেষ্ঠ পার্বন। গতবছর করোনার ফলে আমরা সবাই গৃহবন্দি জীবনযাপন করেছি। দোকানপাট সব ছিল বন্ধ ফলে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কেনাকাটা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় আমরা পয়লা বৈশাখ পালন করতে পারিনি। জানি না এবছরটা কি হবে!আমরা সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। মাঝে করোনা একটু থিতিয়ে এলেও আবারও সে ধেয়ে আসছে আমাদের পানে।যদিও করোনার টিকা আবিস্কার হয়েছে তবুও একটা ভয়ের আবহে বাস করছি আমরা সবাই। এই টিকার কার্যকারিতা কতটা যে ফলপ্রসূ হবে সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে সবাই। ঘরে থেকে থেকে ক্লান্ত, হতাশা গ্রস্থতা কাটাতে আমি আর কাঞ্চন মার্চের ছাব্বিশ তারিখ বেরিয়ে পড়েছিলাম বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য বোলপুর

শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে। তিনটি দিন ছিলাম সেখানে। প্রথম দিন একটি টোটোতে করে শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে আমরা পৌছে গেলাম শনিবারের হাটে যার আরেক নাম খোয়াইয়ের হাট বা সোনাঝুরির হাট। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শনিবারের হাটটাকে ভালোভাবে উপভোগ করা। তাই আমরা শুক্রবার রাতের পদাতিক ট্রেনে উঠি।শনিবার ভোর চারটে নাগাদ বোলপুর স্টেশনে নামি। সোনাঝুরির হাটে বেড়াতে আসা বেশ কিছু মানুষকে আমি আর কাঞ্চন খবরের ঘন্টার হোলি সংখ্যার ম্যাগাজিন তুলে দিই। বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে সকলেই খুশি হন। পত্রিকায় লেখা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হস্তশিল্পের নানান পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। আমরা অনেক কেনাকাটাও করি। সেখানে একটি হোটেলকাম রেস্টুরেন্ট নাম শকুন্তলা-- এত সুন্দর করে মাটির হাড়ি, কলসি, ঝুড়ি ইত্যাদি দিয়ে রেস্টুরেন্টটি সাজিয়েছে যা দেখলে সত্যিই মনটা ভালো হয়ে যায়। আমরা সেখানে সকালের প্রাতঃরাশ ও দুপুরের খাবার খাই। দুপুরের খাবার নিয়ে একটু বলতে চাই সেটা হল কাঁসার থালায় পদ্ম পাতা বিছিয়ে তাতে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। মাটির হাড়িতে রাখা আছে ভাত, তরকারি । থালায় নানান নিরামিষ খাবার সঙ্গে ইচ্ছে করলে আমিষও নিতে পারেন। কাঞ্চন কাতলা কালিয়া নিলেও আমি নিরামিষ খাবারেই খুব তৃপ্তি পেয়েছি। বোলপুর কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত লাল মাটির খুব পুরনো একটি শহর। শহরের সব দিকেই ছেয়ে আছে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র সহ আবাসিকদের বাসস্থান। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে সেখানের বাসিন্দাদের গর্বের শেষ নেই। শহরে বহু প্রাচীন বট, পাকুড় , অশ্বস্থ সহ অন্যান্য গাছগাছালি

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
প্রো: বিশু পাল
ফোন ঃ 9434308066
7430930462
নিউ ভুবনেশ্বরী জুয়েলার্স
NEW BHUBANESHWARI JEWELLERS
পঞ্চানন সরণী, (শ্রীমা ভবনের নিকট)
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬
এখানে আধুনিক ডিজাইনের হলমার্ক-এর
গহণা অতি যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়

ভর্তি। তবে এত সবুজ সত্বেও খুব গরম সেখানে! তপ্ত গরমে ঘাম ঝড়তে ঝড়তে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। শিলিগুড়ি ফিরে দেখলাম এখানে অনেক বেশি ঠান্ডা। আসলে যতই এদিক সেদিক যাই নিজের শহরেই শান্তি খুঁজে পাই। বোলপুরে এখনো অনেক মাটির তৈরি ঘর আছে, আছে মাটির বড় চুলা বা উনুন, মাটির ভাড়ে চা। যা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। দ্বিতিয় দিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ সতীপিঠের শেষ পিঠ কঙ্কালিতলা মন্দিরে গিয়েছিলাম। খুব ভালো লেগেছে। সোনাঝুরির মাঠ, কঙ্কালিতলা, সৃজনী সব জায়গাতেই প্রচুর শিল্পীরা নাচ গানের মাধ্যমে তাদের শিল্পকে সকলের সামনে মেলে ধরছেন সঙ্গে দুটো টাকা আয়ও করছেন। প্রচুর ভিডিও ও ছবির মাধ্যমে সেগুলো খবরের ঘন্টা সহ বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরেছি, আনন্দ ভাগ করে নিতে চেয়েছি সবার সঙ্গে। দোলের দিন রাধা কৃষ্ণের কীর্তনে মেতে ওঠে হাট। খোয়াইর হাটে একজন ভিখারিনীর আরেক দল কীর্তনের দলকে ভিক্ষা বা অর্থ দান করা ও তাদের গানের তালে তালে বিহ্বল হয়ে নাচতে দেখে আমার চোখে জল এসে যায়। এইতো আমার বাংলার, আমার মাটির সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বেঁচে থাক। জানি এসব মানুষগুলো যতক্ষন আছে বেঁচে থাকবে এই সংস্কৃতির ধারা। আমাদের শিলিগুড়িতে দোলের পরদিন রং কিন্তু সেখানে তেমনটা নেই। দুএকজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকেই মুখে রং লাগানো অবস্থায় দেখেছি। আমাদেরকে কেউ সেখানে আবীর দেয়নি বা আবীর দেওয়ার জন্য জোরাজুরিও করেনি। এটাইতো হওয়া উচিত। শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মঙ্গলবার আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। এই ছিল সংক্ষেপে আমাদের বোলপুর ভ্রমন।

(লেখিকা খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শিবরামপল্লীতে)

পর্যটকদের মাস্ক দিচ্ছি

বাপন মন্ডল

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। একটা দুর্যোগের মধ্যেই আমরা আছি। গতবছর করোনা লকডাউনের সময় পর্যটন একেবারে বসে গিয়েছিল। লকডাউন ওঠার পর একটু একটু করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে। এখনও পর্যটক আসছেন। তবে সিকিমে আবার করোনা সচেতনতায় নাইট কার্ফু শুরু হয়েছে নতুন করে। সিকিমে প্রবেশ করতে হলে অনেক নিয়ম মানতে হচ্ছে। আর ভুটানতো বন্ধই অনেকদিন ধরে। এরপরও পর্যটকরা এসে সিকিমে যাচ্ছেন। অনেকে বেশি করে দার্জিলিং যাচ্ছেন। করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ পুরোপুরি বিদায় নিলে আমাদের সকলের সুবিধা হবে। তবে অনেকেই টিকা নিয়েছেন।তাতে অনেকে সাহস পাছেন। করোনা অনেকটা ধাক্কা দিয়েছে পর্যটনে। গাড়িতে আমরা মাস্ক, স্যানিটাইজার রাখছি। যেসব পর্যটক আসছেন তাদেরকে আমরা মাস্ক বিলি করছি। বহু পর্যটক তা মেনে চলছেন। মানুষ আর ঘরবন্দি হয়ে থাকতে রাজি নন। ঘরে থাকতে থাকতে অনেকের মানসিক অবস্থা ভালো নেই। তারা অনেকে পাহাড়ের সবুজে একাকী নিরিবিলিতে থাকতে চান। ভ্রমনে তারা মন চাঙ্গা করছেন। আমরা প্রার্থনা করি, করোনার এই সামগ্রিক পরিস্থিতি বিদায় নিক। সবাই ভালো থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মিঞা গ্যারেজ বিল্ডিংয়ে জয়ন্তী ট্রাভেলস এর কর্ণধার)

বাঙালি জাগো

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার

সকলকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা। বহুদিন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির মাধ্যমে আন্দোলন করছি। বাংলার সংস্কৃতি যাতে বেঁচে থাকে সেকথা বলছি। বাংলা আমাদের মাতৃ ভাষা। সেই ভাষায় যাতে সকলে কথা বলে সেকথাও বারবার বলছি। অনেকেই উপলব্ধি করছেন। আমাদের কথা শোনেন। যখন আমরা বলি, তাদের প্রতিক্রিয়া দেন, বেশ ভালো। কিন্তু তারপর সবাই চুপ হয়ে যান। তাই আবারও বলছি, বাঙালি জাগো। বাঙালিকে জাগতেই হবে। অন্য কোনও ভাষা, অন্য কোনও ধর্মকে আমরা আঘাত করছি না। সব ভাষা, সব জাতির মানুষ ভালো থাকুক। কিন্তু বাঙালিও ভালো থাকুক। বাংলা ভালো থাকুক। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বহু কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। বিষয়টি আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের শুরু। সেই পয়লা বৈশাখের রীতিনীতি আজ নতুনদের মধ্যে থেকে গেলো কোথায়?বিশ্বের অন্য দেশের আদবকায়দা আমরা দেখবো, শিখবো বটেই। কিন্তু নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ভুলে যাবো কেন? পয়লা বৈশাখে তাই সকলের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা যারা বাংলায় বসবাস করেন, তারা একটু হলেও ভাবুন। ধন্যবাদ সকলকে, জয়বঙ্গ।

(লেখক বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি। তাছাড়া তিনি একজন চক্ষু চিকিৎসকও)

বৈশাখী

সাগরিকা কর্মকার

(নিউ কলোনি, মাটিগাড়া)

চৈত্রের ঝরাপাতা জানিয়ে দিল শেষের বেলায়
বৈশাখী তার নতুন বেশে আসছে অবশেষে
ইচ্ছেগুলো নীল আকাশে উড়ছে ডানা মেলে
আনন্দ আজ সুর ধরেছে বাউল গানের তালে
ভালোবাসার রঙ ভরেছে মনের ক্যানভাসে
নতুনভাবে নতুন ছন্দে বরন করি নববর্ষের শুভচেতনাকে।

নবরুপে নববর্ষ

সুমিত্রা পোদ্দার

প্রথমেই সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ১৪২৮ বঙ্গাব্দ যেন সকলের ভালো কাটে। সকলের জীবন আনন্দে ভরে উঠুক এই কামনাই করি। দীর্ঘ একবছর আমরা সকলেই করোনা নামক মহামারীর সাথে লড়াই করে চলেছি। প্রায় এমন সময় গতবছর করোনা মহামারী সমগ্র বিশ্বকে স্থিতিশীল করেছিল। দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল। বাংলার নববর্ষের সঙ্গে সাধারণত বাঙালিয়ানাটা ওতেপ্রোতভাবে জড়িত। নববর্ষে সকলেই নতুন পোষাক পড়ে গুরুজনদের প্রণাম করে, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন বছরের শুভারম্ভ করে। নববর্ষ বলতে সকলেরই মনে পড়ে হালখাতার কথা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বড়দের সাথে হালখাতার সেই আনন্দের কথা। সেই সঙ্গে পরিবারের সকলের সাথে জমজমাটি আড্ডা আর তার সাথে বিভিন্ন রকম খাওয়াদাওয়া। সকলের কাছেই এই দিনটি ভীষন আনন্দের। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই নিজস্বতাটি কোথাও যেন একটু হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরম্পরা কোথাও যেন একটু কোনঠাসা হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্যের আগমনে। এই বিষয়ে আমাদের তরুন প্রজন্মকে বুঝতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হবে। বাংলা ভাষা, বাংলার ঐতিহ্য ও সর্বোপরি বাংলা সংস্কৃতির মূল্যবোধকে আমাদের নব প্রজন্মের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। যাতে আমাদের নিজস্বতা বজায় থাকে।

এই বছরটি অন্য বছরগুলোর মতো নয়। আমরা সকলেই করোনা মহামারীর সাথে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছি। ফলত সরকার নির্দেশিত কিছু বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে হচ্ছে। এই বছরে নববর্ষটা একটু অন্যভাবে পালন করি। ফিরে যাই সেই পুরনো দিনে।অনেকটা সময় কাটাই পরিবারের সাথে। আমাদের সেই নিজস্ব বাঙালিয়ানাটা ফিরে আনি। সেই সঙ্গে প্রকৃতিকে ভালো রাখতে গাছ লাগাই ।কিন্তু সকল উৎসবের মাঝে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। কারণ ভ্যাকসিন তৈরি হলেও নিজেদের ও সকলকে সুস্থ রাখতে আমাদের ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে, মাস্ক পড়তে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে সামাজিক দূরত্ব যেন মানুষের মনে দূরত্ব না হয়। উৎসব হোক মনের।

(লেখিকা শিলিগুড়ি কলেজের ভুগোল অনার্সের ছাত্রী)

নব আনন্দে জাগো

পাঞ্চালি চক্রবর্তী

আম্র মুকুলের মিষ্টি গন্ধ, রং বেরঙের ফুলের ডালি, কোকিলের কুহুতান নিয়ে প্রকৃতি সেজে ওঠে মধুর বসন্তে। ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতিতে চলে পরিবর্তনের পালা। তাই ঋতুরাজ বসন্তের বিদায়ের পর গ্রীষ্মের আগমন ঘটে। বৈশাখের প্রথম দিনটি নববর্ষ হিসাবে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ বরন যেমন অভিনব, তেমনি মাধুর্য্যমন্ডিত। বৈশাখ বরনে তাঁর গানে আমরা পাই ‘ এসো হে বৈশাখ এসো এসো’।

অনুভূতি প্রবন বাঙালিরা মেতে ওঠে বৈশাখ বরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সকাল বেলা শুরু হয় প্রভাতফেরীর অনুষ্ঠান। সন্ধ্যেবেলা চলে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মায়েরা সকালবেলা নতুন লালপেড়ে শাড়ি পরে মন্দিরে পুজো দেন। চলে সিদ্ধিদাতা গনেশের পুজো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই দিনটিকে ঘিরে চলে কত উৎসাহ , কত উদ্দীপনা। এই দিনটিতে সবাই নতুন জামাকাপড় পড়ে। ছোটরা বড়দের প্রনাম করে আশীর্বাদ নেয়। নববর্ষের দিন নিজেদের ঘরবাড়ি ও দোকানগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো হয়।

গতবছর করোনার প্রকোপের জন্য আমরা কেউই নববর্ষ পালন করতে পারিনি। তাই করোনার ভয়ঙ্কর রুপ যেন বছরের শুরুর এই ছন্দোময় দিনটিকে আবারও গ্রাস না করে ,শুধু এই কামনাই করি।

(লেখিকা একজন সঙ্গীত শিল্পী, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি লেকটাউনে)

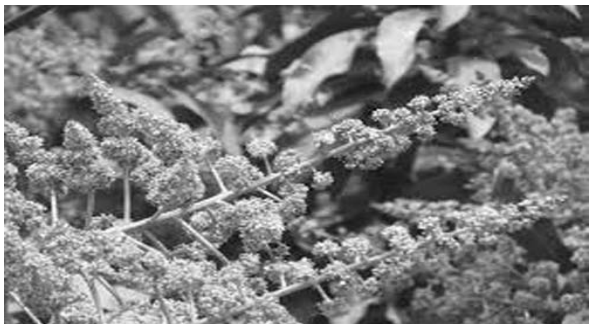

চৈত্র সংক্রান্তি, নীল পুজো, চড়কমেলা মানেই বাঙালির মনে জানান দেয় বারো মাসের তেরো পার্বনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আগমনী, বৈশাখ আপামর বাঙালির হৃদয় মাতিয়ে তোলে এক নতুন গন্ধের জামাকাপড়ের সাথে। নতুন একফালি আশার আলো।
সকলের সাথে সকলকে নিয়ে পথ চলা খবরের ঘন্টার সকল উদ্যোক্তা সহ দর্শকবন্ধুদের জানাই শুভ বৈশাখের হৃদয়ভরা শুভেচ্ছা। খবরের ইতিবাচক দিক নিয়ে খবরের ঘন্টার নতুন বছরের পথ চলার সর্বাঙ্গীন সার্থকতা কামনা করি।

সোমা দাস

সহ শিক্ষিকা/বাচিক শিল্পী
বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি।

নববর্ষের ভাবনায়

মৃনাল পাল

সকলকে শুভ নববর্ষ। বাঙালি জীবনে এই বিশেষ দিনটির গুরুত্ব রয়েছে। পয়লা বৈশাখ বাংলার এক অন্যরকম ঐতিহ্য। আমাদের পুরনো কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে বাংলার জীবনে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আজ সময়ের প্রবাহে যেন বহু কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। পয়লা বৈশাখে হালখাতা একটি বহু পুরনো ঐতিহ্য। সেটাও আজ যেন কেমন ফিকে হয়ে আসছে। অথচ এসবের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। গত বছরতো করোনা ও লকডাউনের জেরে পয়লা বৈশাখের আনন্দ উল্লাস একেবারেই কার্যত বন্ধ ছিলো। এবারে লকডাউন না থাকলেও করোনার প্রকোপ যায়নি। তাই সতর্কতা অবশ্যই জরুরি। আমাদের আরও বেশ কিছুদিন সাবধানে থাকতে হবে। অন্তত করোনার এই দাপট বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, করোনার জেরে আর্থিক মন্দাভাব চারিদিকে রয়েছে। গোটা বিশ্বের মন্দাভাব শুরু হয়েছে। এই মন্দাভাব যাতে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি সেজন্য নতুন বছরে প্রার্থনা থাকলো। তার সঙ্গে আমাদের সকলকে শিল্প বাণিজ্য প্রসারে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নববর্ষে থাকলো এসব ভাবনা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ।

(লেখক শিলিগুড়ি সেভক রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সচিত্র গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের একজন কর্ণধার)

শিল্পবাণিজ্যের চিন্তা বৃদ্ধি পাক

উৎপল সরকার

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাঙালিদের কাছে নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যদিও গতবছর থেকে করোনা আবহ শুরু হয়েছে। করোনার সঙ্গে লড়াই করে আমাদের চলতে হচ্ছে অনেকদিন ধরে। করোনা লকডাউনের জেরে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক শিল্প কারখানা আবার ধুঁকছে। তারমধ্যেই আবার নতুন ঢেউ আসছে। ফলে লড়াই আরও জোরদারভাবে সকলকে করতে হচ্ছে। এভাবে লড়াই করেই আমাদের করোনাকে বিদায় দিতে হবে। তাই সাবধানতা দরকার। এরমধ্যেই আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ ঘটানো যায়। কেননা, শিল্প কারখানা না থাকলে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। শিল্প কারখানার পরিবেশ তৈরির জন্য আমি বারবার বলে যাচ্ছি। অতীতেও খবরের ঘন্টায় আমি এনিয়ে আমার মতামত তুলে ধরেছি। আবারও বলছি, শিল্প কারখানার জন্য আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। শিল্প কারখানার মানসিকতা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারলে সকলের মঙ্গল। কেননা, সরকারিক্ষেত্রে কিন্তু কাজের সুযোগ কমছে। সেক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকে এগোতে হবে ছেলেমেয়েদের জন্য। সরকারও কিন্তু তেমনটাই চাইছে। কেননা, স্বনির্ভরতার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এসেছে। ঋনদান করা হচ্ছে। পয়লা বৈশাখে এটাই থাকলো বিশেষ ভাবনা। সকলে ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। মেনে চলুন করোনা সচেতনতা।

(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)

নতুন বছরে জল সংরক্ষনের শপথ হোক

(শিলিগুড়ি শালবাড়িতে বসবাস করেন স্বদীপ্ত স্যামুয়েল। তিনি একজন সমাজসেবী। পানীয় জল নিয়ে তিনি এই সংখ্যায় তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। দিনকে দিন জলের ব্যবহার বাড়ছে। আর তার সঙ্গে কিন্তু পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জল সঙ্কট। এ এক বিরাট সমস্যা। জল সংরক্ষন নিয়ে এখন থেকেই আমরা চিন্তাভাবনা না করলে আগামী দিনে বিরাট সমস্যা তৈরি হবে। পড়ুন স্বদীপ্ত স্যামুলেয় কি বলছেন)

‘নমস্কার আমি স্বদীপ্ত স্যামুয়েল। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া শালবাড়িতে রয়েছে আমাদের বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন। এখান থেকে আমরা বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি। যেমন নারী পাচারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো।কিছু পরিবেশ সচেতনতার কাজ করি আমরা। তাছাড়া স্বাস্থ্য সচেতনতার কাজ করি। ২০১০ থেকে এইসব কাজ করছি আমরা। জীবনের প্রতিযোগিতায় আমরা এত দৌড়চ্ছি যে অনেক কিছু আমরা সেভাবে চিন্তাভাবনা করি না। হঠাৎ করে করোনা চলে এসেছে। আমাদের এই সব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে। যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে। নতুন বছর পয়লা বৈশাখ এসেছে। সকলকে আমার নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন বছরে সমাজের ভালোর জন্য ভালো কিছু কাজের ভাবনা আমাদের করতে হবে। ২০২১ সালে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন ২৪টি সমস্যাকে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। তারমধ্যে একটি হলো জল সমস্যা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখন বিশুদ্ধ জলের খুব অভাব। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ , মুম্বাই, পুনের মতো শহরে কিন্তু জলের খুব সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে সম্প্রতি আমার এক বন্ধু এসেছিলেন। সেই বন্ধু জানাচ্ছেন, ওদের ফ্ল্যাটে জল ভালো নেই। জামাকাপড় ধোয়া, স্নান করা, বাসনপত্র ধোয়ার জন্য ওদের এখন ট্যাঙ্কারে করে জল কিনতে হচ্ছে। গ্রাউন্ড ওয়াটারের সমস্যা হচ্ছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জনঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার জন্য জলের স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে জলের স্তর। পরিবেশ তাতে বদলে যাচ্ছে। নতুন বছরে তাই শপথ নিতে হবে জল সংরক্ষনের ব্যবস্থা হোক। আপনারা কেউ বাথরুমে গেলে বা হাতমুখ ধোয়ার সময় জলের অপচয় করবেন না। বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। ভুটানের মতো দেশে কৃত্রিম গ্লেসিয়ার তৈরি করা হচ্ছে। আরও অনেক স্থানে হচ্ছে। সেখানে ব্যাপকভাবে জল সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সকলকে তাই অংশগ্রহন করতে হবে। সামনে বর্ষা আসছে। কিভাবে জল সংরক্ষন করা যাবে তা নিয়ে কাজে নামতে হবে। আপনার বাড়ির ছাদে জল সংরক্ষন করুন। বৃষ্টির জল ধরে রাখুন।রিসাইক্লেল করতে হবে। মেক্সিকো সহ দক্ষিন আমেরিকার অনেক দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করছেন না। ওদের দেশে অনেকে পানীয় প্রয়োজন হলে তারা কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করছেন। আমাদের দেশে এখন জল অনেক আছে। সেই প্রকৃতি থেকে পাওয়া জল যাতে একদম নষ্ট না হয়সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিলিগুড়িতেও জলের স্তর নীচে নামছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং সিস্টেমকে এখন লক্ষ্য রাখতে হবে। পানীয় জলের যে বিরাট সঙ্কট আসছে, তার দিকে এখন থেকেই শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। পানীয় জল আমার আপনার সকলের দরকার। নববর্ষে তাই এটাই থাকলো বিশেষ আবেদন’

পয়লা বৈশাখে সাজুন নতুনত্বের সঙ্গে

(শিলিগুড়ি রথখোলা মেইন রোড রবীন্দ্রনগরে রয়েছে নতুনত্ব বুটিক। সেখানে শাড়ি, কুর্তি, টপস, চুড়িদার পিস, পাঞ্জাবি ও পায়জামা, কুর্তা, হ্যান্ডলুম শার্ট,বিছানার চাদর প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যেও এসেছে নতুন নতুন শাড়ি। পড়ুন নতুনত্বের দুই কর্ণধার দেবাশিস সাহা এবং সুমন সাহার বক্তব্য--)

"বুটিকটা খোলার অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু কি নাম দেবো তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। অনেকদিন খোঁজাখুঁজির পর আমাদের কনসেপ্টের সঙ্গে নামটি পেলাম। অনেকে এসে বলে থাকেন, নতুন কিছু দাও, নতুনত্ব কিছু দাও। তা থেকেই এই নাম। নতুনত্বে এসেছেন যখন নতুনত্ব কিছু পাবেন। পয়লা বৈশাখে শাড়ি, কুর্তি, শালোয়ার পিস, স্কার্ট, টপস , কাঁথা স্টিচের পর স্টোল, বিছানার চাদর সবই নতুনত্ব। বাটিক এবং কাঁথা স্টিচ।

ছেলেদের পাঞ্জাবি, কুর্তা, হাফ শার্ট ডিজাইন করা। পয়লা বৈশাখের জন্য নতুন সম্ভার। শাড়ি চারশ টাকা থেকে শুরু। সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত শাড়ি রয়েছে। কেউ যদি মনে করেন বাড়ির সবার জন্য নিয়ে যাবেন পেয়ে যাবেন। ছেলেদের আড়াইশ টাকা থেকে সাড়ে সাতশ আটশ টাকা পর্যন্ত পাঞ্জাবি পাওয়া যায় আমাদের এখানে। রিজনেবল রেট। এখন খুব প্রতিযোগিতা। অনলাইন হওয়াতে কম্পিটিশন আরও বেশি। সেদিক থেকে আমরা ভালো গুনগত মানের জিনিস দিচ্ছি--

সকলকে নতুনত্বের তরফ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। নতুনত্বে আসার জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করছি। আমাদের ঠিকানা রথখোলা মেইন রোড,রবীন্দ্র নগর শিলিগুড়ি। নববর্ষের জন্য স্পেশাল শাড়ি এসেছে। কেরালা কটনের ওপর কাঁথা স্টিচ করে এপলিক করে শাড়ি এসেছে নতুন। গরমে পড়েও আরাম, যারা অফিসে কাজ করেন,যারা বাড়িতে থাকেন বা যারা সন্ধ্যেয় ঘুরতে বের হন তাদের জন্যও বেশ ভালো। ১৪৫০ টাকা থেকে শুরু এই শাড়ি। কটনের ওপর আরও নানারকম কালেকশন আছে। পিওর কটনের ওপর নানারকম শাড়ির সম্ভারও আছে অনেক। শান্তিপুর, ফুলিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে অনেক শাড়ি এসেছে। গ্রামের মহিলারা সব শাড়ি তৈরি

করছেন। নানারকম ডিজাইনের জামদানি রয়েছে। সরাসরি তাঁতিদের সঙ্গে আমরা কাজ করি। কেউ বিশেষভাবে অর্ডার দিলেও তা আমরা কালার কম্বিনেশন ডিজাইনও করে দিই।রেশমের জামদানি। ভালো রেসপন্সও পাওয়া যাচ্ছে। বৈশাখ মাস, বিয়ের মাস, বেনারসি আছে । বিয়ের সিজনে পড়ার জন্য সুন্দর শাড়ি আছে লিলেনের বেনারসি। অর্গানিক লিলেন আছে। কটনের ওপর নতুন নতুন ডিজাইনের নববর্ষে আরও অনেক শাড়ি আছে। ডিজাইনগুলো বাংলা নববর্ষকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। চৈত্র সেলের কথা মাথায় রেখেও আমরা কিছু ডিসকাউন্টে শাড়ি দিচ্ছি। কমপক্ষে একশ টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কাঁথা স্টিচের চুড়িদার নতুন ধরনের এসেছে। শান্তিনিকেতনে গ্রামের মহিলারা এঁকে এঁকে এসব কাজ করছেন। পরবর্তীতে নতুনত্ব নিয়ে আরও অনেক ভাবনা চিন্তা রয়েছে। তিনশ পঞ্চাশ টাকা থেকে খাদির পঞ্জাবি শুরু হচ্ছে। গরমে পড়ার জন্য ভালো। তাছাড়া কাঁথা স্টিচের পঞ্জাবি, এমব্রয়ডারি পঞ্জাবি রয়েছে।

পিওর খাদির পঞ্জাবি রয়েছে। কটনের ওপর ব্লক করা বিভিন্ন ডিজাইনের পঞ্জাবি রয়েছে। স্পেশাল পঞ্জাবি রয়েছে যেমন তাতে এমব্রয়ডারি এবং এপলিকের পঞ্জাবি তাতে বিশ্ব কবির কোটেশন রয়েছে-- আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি। আবার রয়েছে গ্রামছাড়াও ওই রাঙামাটির পথ। এক কথায় অন্যরকম স্বাদ পাবেন নতুনত্বে। তাই পয়লা বৈশাখ বা নতুন বৈশাখ মাসে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পুরুষ কিংবা মহিলা আসুন নতুনত্বে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলকে আবারও নতুন বছর ১৪২৮ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা। ”

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। এবারে নববর্ষের সময় চলছে ভোটের হাওয়া। ভোট হোক। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বাংলার নববর্ষ যখন আমরা ভোটের আবহে এবার পালন করবো তখন কিন্তু করোনার একটা ভয় চলছে। করোনা এখনও বিদায় নেয়নি। এখনও দ্বিতীয় ঢেউ বিদায় নেয়নি। তাই ভোট প্রচারে করোনা বিধি মানা হোক। মাস্ক পড়ে থাকা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, দূরত্ব বজায় রাখা প্রভৃতি বিধিগুলো মেনে চলা আবশ্যক। তার সঙ্গে টিকাকরন শুরু হয়েছে। টিকা নিয়ে নিলে অনেক সুবিধা হবে করোনার সঙ্গে লড়াই করতে। নতুন বছরে প্রার্থনা করি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়িতে জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক)

নববর্ষের শপথ

আশীষ ঘোষ

১৪২৮ বঙ্গাব্দের বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে অভিনন্দন। নববর্ষ বলতে আমরা দুটি নববর্ষকে বুঝি। একটি বাংলা নববর্ষ, অপরটি ইংরেজি নববর্ষ। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে প্রধানত বাংলা নববর্ষই আমরা বুঝতাম। কারণ এই নববর্ষ বাংলার সামাজিক ও গ্রামীন জীবনের অঙ্গ ছিল। বাংলা নববর্ষ আমাদের এখানে পনেরই এপ্রিল শুরু হলেও বাংলাদেশে শুরু হয় তার আগের দিন। নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাঙালি ব্যবসায়ীরা হালখাতা পালন করেন। এইজন্য অনেকেই ক্রেতাদের মিষ্টি বা পানীয় পরিবেশন করেন। এবং ক্রেতারাও ব্যবসায়ীদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেন। অনেক ব্যবসায়ী আবার এসময় বাংলা ক্যালেন্ডারও করে থাকেন। যা বাঙালির ঘরোয়া সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নববর্ষ উপলক্ষ্যে অনেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। কিছু কিছু ক্লাবে বাংলা সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রগুলো এই দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। অনেক বাঙালি প্রকাশক কিছু বাংলা বইও প্রকাশ করে থাকেন। নববর্ষের বাংলা সংবাদপত্রগুলোতে এ উপলক্ষ্যে থাকে বিশেষ প্রবন্ধও। তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে এই নববর্ষ উৎসব অনেক জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি। নববর্ষ উপলক্ষ্যে ওপার বাংলার বেশিরভাগ সাধারন মানুষ নববর্ষের শোভাযাত্রায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয় স্থানেই নববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকে। আমরা গতবছর লকডাউন থাকায় নববর্ষের অনুষ্ঠান সেরকমভাবে পালন করতে পারিনি। অন্যান্য বছর অনেক জাঁকজমকের সাথেই এই অনুষ্ঠান পালিত হোত। আসুন এবছর আমরা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে কিছু শপথ নিই, যা ভবিষ্যতে শুধু বাংলা নববর্ষই নয়, আমাদের জাতিকে রক্ষার জন্যও ফলপ্রসূ হবে বলেই আশা করি। যেমন এখন থেকে আমরা বেশি করে বাংলা সংবাদপত্র, বাংলা পুস্তক এবং সাময়িক পত্র পড়ার জন্য নতুন প্রজন্মকে উৎসাহী করার চেষ্টা করবো।

বাংলা চলচ্চিত্র বেশি করে দেখবো। এবং বাংলা গান বেশি করে শুনবো। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (টিভিতে) বেশি করে বাংলা অনুষ্ঠান দেখবো। সরকারি ও বেসরকারি নাম ফলক বাংলাতেই লিখবো। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়েই ভর্তি করার চেষ্টা করবো। এরফলে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি পাবে। ফলে কিছুটা হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারি এবং রাজ্য সরকারি চাকুরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে বাংলা ভাষাকে রাখার জন্য আবেদন করবো। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরালো দাবি তুলে ধরবো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করবো।

(লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

নববর্ষের পুজো

সঞ্জয় চক্রবর্তী

পয়লা বৈশাখের দিন আমরা পুজোপাঠের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরন করে নিই শান্তি ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য। নববর্ষের দিন প্রতিটি দোকানে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোর সঙ্গে মা লক্ষীর পুজো হয়। পুরনো খাতাকে বিদায় জানিয়ে নতুন খাতাকে পুজো করে ব্যবসা শুরু হয়। খাতায় সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্ত্র লেখা হয়। ব্যবসা যাতে আগামী দিনে ভালো হয় তারজন্যই এই পুজো। গণেশ পুজোর জন্য একটি ঘটি, উত্তরীয়, দুর্বা দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় গণেশ ঠাকুর। কেউ কেউ দুর্বার মালা দিয়ে গণেশ ঠাকুরকে পড়িয়ে দেন। ফলমূলমিষ্টান্ন নিবেদন করা হয়। দোকানে দেওয়া হয় স্বস্তিক বা শুভ চিহ্ন। শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশকে আহ্বান করা হয় ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। আমরা পুরোহিতরা সকলের মঙ্গল কামনা করি। অনেকে বাড়িতেও পুজো করেন লক্ষীদেবীর। কেউ আবার কালিবাড়িতে গিয়েপুজো দেন। বাঙালির মনে নতুন বছর মানে ভালো খাবো, ভালো বস্ত্র পরিধান করবো এমন ভাবনা কাজ করে। শ্রী শ্রী গণেশ পুজো করলে অনেক বিঘ্ন নাশ হয়। শ্রী শ্রী গণেশ পুজো দিয়েই বছরের শুরু বা সব দেবদেবীর পুজোর শুভ পর্ব এ সময়ই শুরু হয়। সকলে ভালো থাকুন সিদ্ধি বিনায়কের কাছে এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখক একজন পুরোহিত , বাড়ি শিলিগুড়ি তিলক রোডে)

বৈশাখ হে , মৌনি তাপস

কবিতা বনিক

বসন্তের মিষ্টি মধুর দক্ষিনা বাতাস ক্রমশ গরম হতে শুরু করে বৈশাখ মাস থেকেই। সূর্যের তাপে মানুষ পশু গাছপালা সবাই যেন পিপাসার্ত । পথ ক্লান্ত মানুষদের জন্য অনেকেই জলসত্রের ব্যবস্থা করেন। পশুপাখিদের জন্য অনেক জায়গায় বাড়ির বারান্দায়, ছাদে জল রাখার ব্যবস্থা হয়। বৃক্ষ সংরক্ষনের জন্যও প্রত্যেক বাড়িতে, মন্দিরে তুলসি, অশ্বথ গাছের জলের ধারা দেওয়ার একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই তুলসি গাছে ছরা বাঁধার ও তাতে নিয়মিত জল ঢেলে পুণ্য অর্জন করার গৌরব আজও পালিত হয়। অনেকেই নিজের নিজের জায়গা বুঝে বেশ কয়েকটি টবে পরপর তুলসি গাছ রাখেন। কারণ প্রতিদিন সবাইকে বেশ অনেকগুলো করে তুলসি পাতা খেতে হয়।

ওষধি গুনের জন্য তুলসি আজও পূজনীয়া। রান্না করা খাবারে আজও তুলসির ব্যবহার করি। কিছু রান্নায়, স্যালাডে তুলসির সুগন্ধীর খ ুব প্রচলন।

তুলসি জীবানু, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া নাশক। এলার্জি, ঠান্ডা লাগা , জ্বর,বমি , ডায়েরিয়াতে তুলসি সেবন অব্যর্থ ফলদায়ক। পোকার কামড়ে তুলসির রস লাগালে ব্যথা কমে। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা কমাতে তুলসি চা আমাদের এক প্রিয় পানীয়। স্ট্রেস মুক্ত হতে রোজ দুবেলা দশ বারোটা পাতা সেবনেও খুব ভালো ফলদায়ক। দাঁতের জন্যও ভালো। ইউরিক অ্যাসিড সমস্যা দূর হয়। ব্রণ, মেচেতা বা মুখের যে কোনও দাগ ওঠাতে তুলসি পাতা ও জাফরানের পেস্ট খুব সুফল দেয়। তুলসি পাতা দুবেলা পনের ষোলটি সেবনে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্লাড সুগার কমে ও ডায়াবেটিস ভালো হয়। মারাত্মক ক্যানসার প্রতিষেধকও বটে। তুলসির তেল মশা, মাছির উপদ্রব কমায়।

বৈশাখ মাস যেহেতু রবি ঠাকুরের জন্ম মাস তাঁকে স্মরন করি। বিশ্ব বন্দিত এই বাঙালির আত্মাসম রবি ঠাকুর আজীবন সকালে এক গ্লাস সবুজ পানীয় পান করতেন। তাকে নিম তুলসি অবশ্যই থাকতো। আমাদের তপস্যার ব্রত হিসাবে তুলসি গাছের যত্ন ও সংরক্ষন খুবই জরুরি। এত ওষধিগুনসম্পন্ন তুলসিদেবীকে প্রণাম জানাই।

‘মহাপ্রসাদ জননী সর্বসৌভাগ্যবর্ধিনী /আধিব্যাধিব্যাধিহারী নিত্যম তুলসি ত্বং নমস্তুতে’।

(লেখিকা শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়ার বাসিন্দা একজন গৃহবধূ)

হে নতুন দেখা দিক

বিপ্লব সরকার

বিদায় ১৪২৭। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে আমরা মেতে উঠবো ১৪২৮ বঙ্গাব্দ নিয়ে। এই সময় মনে পড়ে কবিগুরুর সেই কবিতা ও গান-- হে নতুন দেখা দিক আরবার। এরকম আরও অনেক কবিতা ও গান মনে পড়ে যায় নববর্ষের এই সময়।

নতুন বছর মানেই হালখাতা। খাওয়াদাওয়া। আর কত কিছু। কিন্তু এবছরটাও অন্য বছরের থেকে আলাদা। কারণ করোনা সঙ্কটের হতাশা। গোটা বিশ্ব জুড়েই করোনা নিয়ে কালো মেঘ এখনও। তবুও রাত শেষে দিন আসবেই, এটাই আমাদের সকলের আশা। এরমধ্যেই এবারও আমাদের নতুন বাংলা বছরকে স্বাগত জানাতেই হবে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদের নববর্ষের অনুষ্ঠানে মেতে উঠতে হবে। পুরনো বছরের হতাশা, অবসাদ বিদায় নিক। নতুন বছর বা পয়লা বৈশাখ বাংলার এক অন্যরকম কৃষ্টি, সংস্কৃতি। পয়লা বৈশাখ মানেই বাংলার গান, বাংলার ঐতিহ্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই থাকলো প্রার্থনা। সকলকে আমার শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টার বাপিদা এবং শিল্পী পালিতকে জানাই শুভেচ্ছা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়াতে)

নববর্ষে হালখাতা, ঐতিহ্য বজায় থাকুক

বিপ্লব রায়মুহুরি

বাংলার যারা ব্যবসায়ী বিশেষ করে বাঙালি ব্যবসায়ীরা তাঁরা সকলে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। হালখাতা পয়লা বৈশাখের বিশেষ অনুষ্ঠান। অনেকে আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই অনুষ্ঠান করেন। এটা একটি বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। এই ঐতিহ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর সঙ্গে সম্প্রীতির ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। হালখাতা বলতে যে খাতাটিকে বোঝায় ,যে জিনিসটি নিয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের বছরের প্রথম দিন হালখাতার কাজ শুরু করেন, সেই খাতাটি যারা তৈরি করেন তারা বেশিরভাগই কিন্তু একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার যারা হালখাতার পুজোটি করেন তারা একটি সম্প্রদায়ের মানুষ। হালখাতার মধ্যে দিয়ে তাই একটি কিন্তু সম্প্রীতির বাতাবরন তৈরি হয়। এটাই হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি, এটাই বাংলার কৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্কৃতি চলে আসছে।

এবারের হালখাতা। আমরা সকলে জানি যে গতবছর এই সময় করোনার জেরে লকডাউন হয়েছিল। লকডাউনের কারনে ব্যবসায়ীরা সেভাবে হালখাতার অনুষ্ঠান করতে পারেননি। অনেকের দোকান বন্ধ ছিল। তাই ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, হালখাতার মধ্যে দিয়ে সেই দিনটি যারা উদযাপন করবেন। শুধু পুজোর মধ্যে দিয়ে নয়, নতুন খাতা চালু নয়-- আমাদের ব্যবসার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে তা হলো, পুরনো বকেয়া সংগ্রহ করা। নতুনভাবে ক্রেতাদের নাম খাতায় নথিভুক্ত করা। গতবছর ব্যবসায়ীরা সেই কাজটি করতে পারেননি। তাদের মনে এ নিয়ে দুঃখ ছিলো। এবারে আমরা আশা করি, ব্যবসায়ীরা সেই কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারবেন। হালখাতাটি খুব সুন্দরভাবে উদযাপন করতে পারবেন।

শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাতে শখানেক বাজার রয়েছে।যার মধ্যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ৭২টি মার্কেট রয়েছে। করোনার সময় দীর্ঘদুমাস ধরে লকডাউন ছিলো। পরেও কিন্তু করোনার জেরে ব্যবসা হয়নি। সবচেয়ে যদি কারো ক্ষতি হয়ে থাকে, তারা হলেন খুচরো ব্যবসায়ী বা ছোট ব্যবসায়ীরা। তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পরে ব্যবসা স্বাভাবিক হলেও কিন্তু বাস ট্রেন বন্ধ ছিলো অনেক দিন। ফলে তরাই ডুয়ার্স পাহাড় থেকে যেসব ব্যবসায়ী বা মানুষ শিলিগুড়িতে কেনাকাটা করতে আসেন, তারা করোনার ফলে আসতে পারেননি। এতে ব্যবসায়ীদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। পুজোর পর থেকে অবশ্য ব্যবসার কিছুটা উন্নতি হয়। ব্যবসায়ীরা এখন তাদের পুরনো ছন্দে ফেরার জন্য আপ্রান চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা এবারেও খবর পাচ্ছি, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসছে। আমাদের যেসব বাজার কমিটিগুলো রয়েছে সকলকে আমরা সেই অনুযায়ী সতর্ক করেছি। বিগত বছরে বাজার কমিটিগুলো করোনার সময় ব্যাপক কাজ করেছে। বাজারগুলো স্যানিটাইজ করা হয়েছে। বিভিন্ন বাজার কমিটি প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান থেকে বাজার সরিয়ে এনেছেন রাস্তায়। করোনা যাতে না ছড়াতে না পারে সেজন্য তারা সবসময় কাজ করেছেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র বা খুচরো ব্যবসায়ীরাও সহযোগিতা করেছেন সকলের সঙ্গে। আবার বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যাতে অভাব সৃষ্টি না হয়, যাতে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি না হয় তার জন্যও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা। আবার যারা করোনার সময় সঙ্কটে পড়েছেন, দুঃস্থ ব্যবসায়ী, তাদেরকে তারা ত্রাণ সরবরাহ করে পাশে থেকেছেন। তারা এজন্য প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে দুঃখের বা কষ্টের হলো, যে পয়লা বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্য তার অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরুন ব্যবসায়ীরা তাদের সব হিসেবনিকেশ খাতায় লিখে রাখতেন। এখন আইনের বেড়াজাল চলে এসেছে। তাকে সেখানে নিয়মে খাতার হিসেব রাখতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে হালখাতার যে ঐতিহ্য তা কিন্তু আর আগের মতো নেই। কিন্তু আমরা চাই সেই পুরনো ঐতিহ্য বজায় থাকুক। সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা।

(লেখক বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক)

এবার মিষ্টির মিষ্টতাও কম হবে

শিবেশ ভৌমিক

২০২১ সালের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিলো, করোনা বুঝি রনত্যাগ করেছে। আমরা ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছি। ধীরগতিতে ব্যবসা বাড়ছে। গতবছর পয়লা বৈশাখের সময় লকডাউন ছিল। হাত পা গুটিয়ে মনমরা হয়ে আমরা সবাই বাড়িতে ছিলাম। দোকানে পুজো দেওয়া, হালখাতা বা নতুন খাতা শুরু করা যায়নি। ব্যবসাবাণিজ্য সব তলানিতে ঠেকে । যদিও গতএকবছরে আমাদের বিধাননগরের বিখ্যাত আনারস বা চা এর গড়মূল্য ভালোই ছিল। তবে ব্যবসা কিন্তু দোকানিদের ভালো যাচ্ছে না। চৈত্র সেলের সেই কদর আর নেই। যাই হোক পয়লা বৈশাখ আবার আসছে। ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে তাদের দোকান পরিস্কার শুরু করেছে। পুজো হবে, নতুন খাতা হবে। তবে উৎসাহ কম বুঝতে পারছি। এবারে অনেকের ক্যালেন্ডার থাকবে না বললেই চলে। মিষ্টির মিষ্টতাও কম হবে। তারমধ্যেই রয়েছে নির্বাচনের গরম হাওয়া। এবং মানবজাতির বড় শত্রু করোনার ফের চোখ রাঙানি। জানি না ভবিষ্যৎ কি বলবে। ওপরওলার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি, সবাইকে যেন ঈশ্বর সুস্থ সুন্দর হাসিখুশি রাখে। কামনা করি, আসছে বাংলা বছর সবার ভালো কাটুক পয়লা বৈশাখের দিন থেকেই। তবে করোনা যেহেতু এখনও বিদায় নেয়নি, তাই সকলে করোনা সতর্কতা মেনে চলুন। মাস্ক পড়ুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি)

নববর্ষের রসগোল্লা

প্রদীপ সরকার

সকলকে শুভ নববর্ষ। নববর্ষ মানে বাংলার মিষ্টি রসগোল্লা। ত্রিশ বছর ধরে আমি মিস্টি তৈরি করি। শিলিগুড়ি জনতানগরে আমার মিস্টির দোকান। পয়লা বৈশাখে রসগোল্লার চাহিদা এখনও আছে। বিয়ে অনুষ্ঠানে রসগোল্লার চাহিদা থাকে। কিন্তু পয়লা বৈশাখে তা আরও বেড়ে যায়। গতবছর লকডাউনে তেমন মিস্টি বিক্রি হয়নি। এবারে আশা নিয়ে বসে আছি। কুড়ি টাকা দামের থেকে দশ টাকা দামের রসগোল্লা আছে। আমি নিজেই কারিগর, নিজেই মালিক, নিজেই সব। দাদাভাই সুইটস , ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড। ছানা নিই, তারমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ময়দা মিশিয়ে গোল্লা তৈরি করি। তারপর রসের মধ্যে ছাড়লাম গোল্লাগুলো। সেই গোল্লা রসের কড়াইতে ফুটিয়ে নিই। তৈরি হয়ে যায় রসগোল্লা। আগে ছানা ফাটিয়ে রসগোল্লা হোত। এখন সেই দুধও আসে না, সেই রসগোল্লাও হয় না। এখন রেডিমেড ছানা, রেডিমেড কাজ। দশ বছর আগে যে মিস্টির ব্যবসা ছিল এখন তা নেই। এখন অনেক দোকান হয়ে গিয়েছে। এখন সবাই মিস্টি খেতে চায় না। এখন চা খেতে চাইলেই লোকে চিনি খেতে চান না। সেখানে রসগোল্লাতো দূরের কথা। ডায়াবেটিসের কারনে অনেকে রসগোল্লা বা মিস্টি খেতে চান না। তারপর মমো, চাউমিন ঝাল খাবারে অনেকের নজর। আমি ১৯৭৫ সালে মালদাতে মাসিক এক টাকা বেতনে একটি মিস্টির দোকানে কাপপ্লেট ধোয়ার কাজ শুরু করি। তারপর ধীরে ধীরে মিস্টি তৈরির কাজ শিখি। নেপাল, ভুটানেও মিস্টির দোকানে কাজ করেছি। এখন শিলিগুড়িতেই মিস্টি তৈরি করি। আমার হাতে তৈরি মিস্টি মুম্বাই পর্যন্ত গিয়েছে। রসগোল্লা ছাড়াও আরও বিভিন্ন রকম মিস্টি তৈরি করি।

নববর্ষের হালখাতা বাংলার ঐতিহ্য

নির্মল কুমার পাল

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। হালখাতা বাঙালিদের এক ঐতিহ্য পয়লা বৈশাখে। আমিতো ছোটবেলা থেকে দেখেছি পয়লা বৈশাখ মানে ব্যবসায়ীদের জন্য হালখাতা। পয়লা বৈশাখ এলেই ছোট থেকে দেখেছি, ব্যবসায়ীদের একটা তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। পুরনো বাকিগুলো কি কি আছে, তার হিসেব শুরু হয়। ছমাস, একবছর ধরে যেসব বকেয়া আছে তা আদায়ের একটা প্রস্তুতি এসময় লক্ষ্য করা যায়। চলতি বাকি দোকানদারেরা পেয়ে যান। তার সঙ্গে পয়লা বৈশাখ মানে একটা আনন্দ। নতুন জামাকাপড় পড়া। দোকানপাট পরিস্কার করা। দোকানে পুজো দেওয়া। বাড়ির মহিলারা নতুন শাড়ি পড়ে পুজোয় সামিল হবেন, দোকানে একটা নিষ্ঠার গণেশ পুজো এটা কিন্তু আগে বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করা যেতো। সেটা কিন্তু এখন হারিয়ে যাচ্ছে। সোনার জুয়েলারি দোকানে এখনও কিছু দেখা যায়। বাঙালির প্রিয় হলো রসগোল্লা। পয়লা বৈশাখে কোনও দোকানে গেলে সকলকে বসিয়ে রসগোল্লা খাওয়ানো হোত। তার সঙ্গে ঝুড়িভাজা ইত্যাদি। এখন সেখানে প্যাকেটে মিষ্টি দেওয়া হয় অনেক স্থানে। তার পাশাপাশি বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডার দেওয়া হোত। কেউ দোকানে পুজো না করলেও অনেকে দোকানে গিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডার চাইতেন। বাংলার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বাংলা ক্যালেন্ডারে পেয়ে যাই। এখন আধুনিক যুগ হয়েছে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে এখন পয়লা বৈশাখ কিছুই জানে না। তারা চলে গিয়েছে পশ্চিম সংস্কৃতিতে। পয়লা বৈশাখে নারায়ন পুজো, গনেশ পুজো বাবাঠাকুরদা নিষ্ঠা সহকারে করতেন। গতবছরতো পয়লা বৈশাখতো লকডাউনে বোঝাই যায়নি। বছরের প্রথম বাংলার এক তারিখ রাস্তাঘাট ছিল শুনশান। এখন হালখাতার পরিবর্তে কম্পিউটার হয়েছে। অনলাইনে সব পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। হালখাতা শব্দটি ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিচ্ছে। কিন্তু আমি বলবো, বাংলার এই ঐতিহ্যকে ভোলা যাবে না। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি, পয়লা বৈশাখ আমাদের বাঁচিয়েই রাখতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক)

সবাই ভালো থাকুন

নির্মলেন্দু দাস
(কবি চন্দ্রচূড়)

সকলকে শুভ নববর্ষ। সকলে ভালো থাকুন। পয়লা বৈশাখ মানে একটি বিশেষ দিন বাঙালির জীবনে। কেননা, পয়লা বৈশাখ কার্যত বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি বহন করে আনে। আমাদের এই পুরনো কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আমাদের বহু কিছু নষ্ট করে দিতে চায়। তারমধ্যে পয়লা বৈশাখও রয়েছে। বাঙালির পোষাক, বাঙালির খাদ্য, বাঙালির সংস্কৃতি একদম অন্যরকম। বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাও হলো বাংলা ভাষা। ভারত বর্ষের ইতিহাসে বাংলার বিরাট অবদান রয়েছে। পরাধীন ভারতে বাংলার মনিষীরা, বাংলার বিপ্লবীরা দেশকে স্বাধীন করতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের প্রতিভা সর্বোপরি দেশপ্রেমের জেরেই আজ আমরা স্বাধীন। তাই পয়লা বৈশাখে এসে যায় তাদের কথাও। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আমি মনে করি, বাংলার মনিষীদের কথা আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। বিদেশী সংস্কৃতি আমরা গ্রহন করবো কিন্তু তার ভালো দিকটি। বিদেশের যা কিছু দূষিত বা পচা মার্কা সংস্কৃতি সেসব আমাদের বর্জন করতে হবে। আমাদের অতীত সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে এক দূষন মুক্ত মন তৈরির শক্তি। তাই পয়লা বৈশাখে আমি বলবো এসব দিকটি স্মরন করা হোক বেশি বেশি করে। সবাই ভালো থাকুন।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীতে, সম্প্রতি তাঁর লেখা আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষন) বিভিন্ন মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। আত্মা ও মন গ্রন্থটি বিশ্বে বাংলা ভাষায় প্রথম বই)

শুভ হোক ১৪২৮

বাপি ঘোষ

সকলকে ১৪২৮ বঙ্গাব্দের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪২৭ পেরিয়ে আমরা নতুন বছর ১৪২৮ বঙ্গাব্দে প্রবেশ করছি। ১৪২৭ আমাদের কাছে মোটেই ভালো যায়নি। কারণ করোনার দাপট। করোনার দাপট এবং লকডাউন আমাদের সকলকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সেই লড়াই চালিয়ে আমরা যখন সবাই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি তখন আবার নতুন করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসছে। এসব মোটেই শুভ নয়। আমাদের তাই এই অশুভ করোনার বিরুদ্ধে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। হেরে গেলে চলবে না আমাদের। মাস্ক পড়ে থাকা, স্যানিটাইজেশন, শারিরীক দূরত্ব, টিকা সবরকম ব্যবস্থা আমাদের গ্রহন করতে হবে। তারমধ্যেই নতুন বছরে থাকলো প্রার্থনা। শুভ শক্তির প্রতীক গণপতি বাবা আমাদের মনে সেই শক্তি দিক যাতে আমরা করোনাকে হারিয়ে আবার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি রইলো নববর্ষের শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া বি বি ডি সরনীর মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশনের কর্ণধার)

নববর্ষে প্রদীপ জ্বলুক ঘরে ঘরে

শ্যামল সরকার

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। একটা পুরনো বাংলা বছর বিদায় নিয়ে নতুন একটা বছর আবার এসেছে। এই নতুনকে স্বাগত জানাতে চলুন আমরা সকলে বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন কিছু করার শপথ নিই। আমরা শপথ নিই বাংলার সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দেবো না।

করোনা এখনও যায়নি। করোনা ঠেকাতে সরকারের যেসব বিধি নিষেধ রয়েছে সেসব আমাদের মেনে চলতে হবে। গতবছর লকডাউন থাকাতে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান কিছুই হয়নি। এবারে করোনা যায়নি বটে। তবে মাঝখানে করোনা একদম কমে গিয়েছিলো। এখন আবার সংক্রমন উর্ধ্বমুখী। তাই সচেতন আমাদের হতে হবে। যেভাবে আমরা করোনার প্রথম ঢেউকে হারিয়ে দিয়েছি সকলে সচেতনতার সঙ্গে। সেভাবেই দ্বিতীয় ঢেউকে হারিয়ে দিতে হবে।

আর পয়লা বৈশাখে বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলুক। আলো জ্বলুক নতুনভাবে কিছু করবার শপথ নিয়ে। আগে পয়লা বৈশাখে দোকানে দোকানে হালখাতা হোত। পুজো হোত। মিস্টি মুখ করানো হোত সকলকে। সেসব এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। পয়লা বৈশাখ মানে বাংলার গান, পয়লা বৈশাখ মানে নাট্য চর্চা,পয়লা বৈশাখ মানে অঙ্কন। পয়লা বৈশাখ মানে বাংলার সুস্থ সংস্কৃতি। সেসব আরও বিকশিত হোক এই থাকলো প্রার্থনা। আরও যেটা বলবো, তা হলো, বাংলার সব স্থানে সাইনবোর্ডগুলো লেখা হোক বাংলাতে। নতুন বঙ্গাব্দ থেকেই আমাদের মাতৃ ভাষার চর্চা আরও বেশি করে প্রসারিত হোক। আমরা ইংরেজি, হিন্দি অবশ্যই শিখবো, ইংরেজি, হিন্দিতে অবশ্যই কথা বলবো, কিন্তু বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে নিয়ে। বাংলা আমার নিজের ভাষা, মাতৃ ভাষা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের একজন শিল্পোদ্যোগী, তাছাড়া সরকার টাইলসের কর্ণধার)

আমার বাঁশিই হবে নির্ণায়ক শক্তি

হাবুল ঘোষ

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবারের বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়িয়েছি। আমার প্রতীক হুইসল বা বাঁশি। আসলে গত পুরসভার ভোটে শিলিগুড়িতে পুর বোর্ড গঠনে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডই হয়েছিল নির্ণায়ক শক্তি। সেবারে পনের নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রয়াত অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বোর্ড গঠনের নেপথ্যে। সেই পনের নম্বর ওয়ার্ড থেকেই আমি বিধানসভার ভোটে নির্দল প্রার্থী হয়েছি। আমি প্রতীক হিসাবে হুইসল বেছে নিয়েছি। বাঁশি নিয়ে প্রচারও করছি। অনেকের হাতে বাঁশি তুলে দিয়ে বলছি, হুইসল চিহ্নে ভোট দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। আমি ভোটে জয়ী হলে প্রথম কাজ হলো, শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণার দাবিতে কাজে নামবো। তার পাশাপাশি মহানন্দা নদীর সৌন্দর্যায়ন চাই, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালকে মডেল হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। এরকম আরও অনেক দাবি আছে আমার। সবাই এগিয়ে আসুন। সকলের নতুন বছর ভালো হোক, সবাই সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা)

গরমে তরমুজ চাই

চয়ন গুহ

সকলকে শুভ নববর্ষ। এবারের বিধানসভা ভোটে আমি শিলিগুড়ি বিধানসভার কেন্দ্রে আমরা বাঙালির প্রার্থী হয়েছি। আমার প্রতীক তরমুজ। তরমুজ হলো তারুন্যের প্রতীক, সবুজ মানে প্রানশক্তি। আর এই গরমে তরমুজ খুঁজতেই হবে। আমি প্রচার শুরু করেছি। ভোটে জয়ী হলে শিলিগুড়ির উন্নয়নের কাজ করতে চাই। মানুষের জন্য কাজ করার ভাবনা নিয়েই আমার প্রার্থী হওয়া । অতীতে বিভিন্ন সময়ে অনেক সামাজিক কাজে সামিল হয়েছি। বিভিন্ন স্থানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। আসলে মানুষের সেবা করতেই আমার ভালো লাগে। ভোটে জয়ী হলে শিলিগুড়ির যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াস নেবো। তার পাশাপাশি নদী দূষন বা মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী নদীর সংস্কারে মন দেবো। আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা যাতে তৈরি হয় শহরে, যাতে শহরের মানুষ পার্কিংয়ের সমস্যা থেকে মুক্তি পায় সেদিকে নজর দেবো। বাজারগুলোর সমস্যার প্রতি নজর দেবো। এরকম আরও নাগরিক জীবনের সমস্যা আছে। সেসবের প্রতি আমি নজর রাখবো। সবাই আমাকে সমর্থন দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করলে সেভাবে আমি কাজ করতে পারবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

হালখাতা ও নববর্ষ

সনৎ ভৌমিক

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি বিভিন্ন ভাবে সবসময় মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছে। কদিন আগেই ভোটের বাজারে রক্ত সঙ্কট মেটাতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সবসময় আমাদের কাজ চলছে। নববর্ষ নিয়ে বলতে হয় যে, বাংলার জীবনে পয়লা বৈশাখ বা নববর্ষের গুরুত্ব আলাদারকম। নববর্ষ মানে হালখাতা। ব্যবসায়ীরা তাদের পুরনো খাতা বাদ দিয়ে নতুন খাতা শুরু করেন এই সময়। আর বকেয়া আদায় করা হয় হালখাতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এটা বাংলার ঐতিহ্য। বহু বছর ধরে চলে আসছে। এখন অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হালখ াতার অনেক পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না। এই সব ঐতিহ্য রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। গতবছর অবশ্য করোনার জেরে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়নি। এবারেও করোনা যায়নি। তবুও পয়লা বৈশাখ বলে কথা, বাংলার আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে করোনা সচেতনতা মেনে চলতেই হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সমাজসেবী)